IPC
لجنة التعريف بالإسلام
ISLAM PRESENTATION COMMITTEE
جمعية اللجنة الخيرية

مبرة الآل والأصحاب

শাশ্বত অসিয়াত

আহলে বাইতের ইমামগণের নিকট তাওহীদের হাকীকাত

الوصية الخالدة

প্রণয়নে:

মুহাম্মদ সালিম আল-খাদর

প্রধান, মুবাররাহ শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র

ভাষান্তর: মুহাম্মদ রুহুল আমিন

প্রকাশের মুহূর্তে কুয়েত জাতীয় গ্রন্থাগারের তালিকাভুক্তি

২২৯,৩ আল-খদর, মুহাম্মদ সালিম.
আল-ওয়াছিয়্যাহ আল-খালিদাহ/ মুহাম্মদ সালিম. ১ম প্রকাশ
কুয়েত: মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব, ২০০৮
পৃষ্ঠা-৮০; ২৪সেমি- (কাদায়া আত্তাওইয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ;১১)
ISBN: 978-99906-674-6-2

১. অসীলা গ্রহণ ২. দোয়া ও প্রার্থনা ৩. শাফাআত
ক. শিরনাম খ. সিরিজ

নিবন্ধন সংখ্যা: ২৮৯/২০০৮
ISBN: 978-99906-674-6-2

গ্রন্থ স্বত্ব 'মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব' কর্তৃক সংরক্ষিত
তাদের জন্য ব্যতীত যারা মূল আলোচনায় কোন প্রকার পরিবর্তন
না করার শর্তে গ্রন্থটি বিনামূল্যে বিলি করতে চায় ।

প্রথম সংস্করণ
১৪২৯ হি/ ২০০৮ খৃঃ
মুবাররাতুল আল ওয়াল আসহাব

ফোন: ২২৫৫২৩৪০-২২৫৬০২০৩, ফ্যাক্স: ২২৫৬০৩৪৬
পোস্ট বক্স # ১২৪২১, আল-শামীয়াহ, পোস্ট কোড # ৭১৬৫৫
কুয়েত
e-mail: almabarrh@gmail.com
www.almabarrah.net

ব্যাংক হিসাব নং: কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ 201020109723

উৎসর্গ

পবিত্র নবী পরিবার ও ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তান সাহাবী প্রেমিকদের উদ্দেশ্যে

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

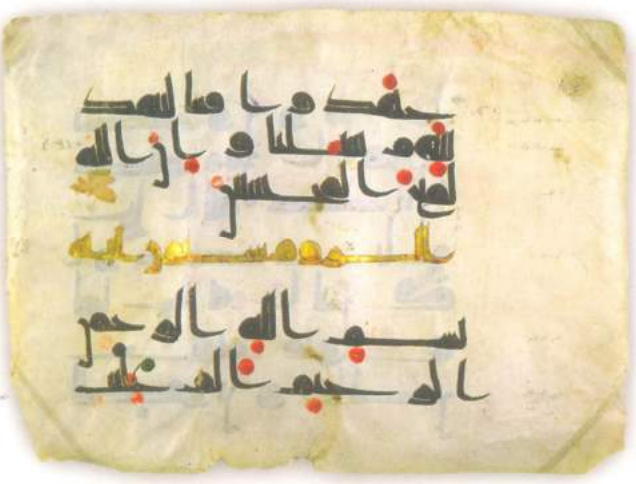

প্রাচীন পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি, যাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে:

সূরা আল-আনকাবুতের শেষোক্ত আল্লাহর বাণী (৬৯ নং আয়াতের অংশ):

"..... যারা আমার পথে সাধনা করে আমি তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের সাথে রয়েছেন।"

অতঃপর "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" সর্বশেষ সূরা আর্‌রুমে বর্ণিত আল্লাহর বাণী (১ম আয়াত ও দ্বিতীয় আয়াতের ১ম শব্দ):

"আলিফ–লাম–মীম। পরাজিত হয়েছে.....।"

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা/ ৯

ভূমিকা/ ১১

“নিশ্চয় শির্ক বড় জুল্‌ম”/ ১৩

দুআ একটি ইবাদাত/ ১৮

আল্লাহর নাবীগণ এ কথা বলেছেন অতএব আপনি কী বলবেন?/ ২১

নবী পরিবার নিজেদের ব্যাপারে দ্ব্যার্থহীনভাবে এ কথা বলেছেন/ ২৫

অসীলা গ্রহণ এক জিনিস আর সৃষ্টির কাছে সাহায্য প্রার্থনা ও দুআ অন্য জিনিস/ ২৭

বান্দা ও তার প্রভুর মাঝে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই/ ৩২

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা কুফ্‌রী করেছে”/ ৩৭

পদ্ধতি একই তবে নাম ভিন্ন ভিন্ন/ ৪৭

নবী পরিবার তাঁদের অনুরাগীদের শরীআতসম্মত অসীলা শিক্ষা দিতেন/ ৪৯

নবী পরিবার আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন অতএব আপনি কার কাছে সাহায্য চাবেন?/ ৫৩

আল্লাহ কোন কারণে ফিরাউনকে ডুবিয়ে মেরে ছিলেন?/ ৬০

ফাতিমাতুয্‌যাহরা ও ইমামদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবেন নাকি তাঁদের স্রষ্টার কাছে?/ ৬২

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?/ ৭১

আমাদের জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট/ ৭৭

গ্রন্থপঞ্জী/ ৭৯

অনুবাদকের কথা

তাওহীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ একত্ববাদ। ইসলামী পরিভাষায় তাওহীদ শব্দটি মহান আল্লাহর একত্ববাদ তথা একমাত্র তাঁকেই পালনকর্তা, বিধানদাতা ও ইবাদাতের যোগ্য একক স্বত্তা হিসেবে স্বীকার ও বিশ্বাস করাকে তাওহীদ বলে। তাওহীদের ৩টি দিক রয়েছে ঃ

১. তাওহীদ ফির রাবুবিয়্যাহ (توحيد في الربوبية): একমাত্র আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, হিসেবে মেনে নেওয়াকে তাওহীদ রবুবিয়্যাত বলা হয়। এ প্রকার তাওহীদের স্বীকৃতি কাফির মুশরিকরাও প্রদান করত। এর অসংখ্য প্রমাণ পবিত্র কুরআনে রয়েছে। যেমন - আল্লাহ বলেন:

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٩﴾

"আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেসা করেন কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্।" (সূরা-আয্যাখরূফ: ৯)

২. তাওহীদ ফিল উলুহিয়্যাহ (توحيد في الألوهية) : মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদাতের যোগ্য মনে না করাকে তাওহীদ উলুহিয়্যাহ বলা হয়। মানুষের জীবন পরিচালনার বিধানদাতা একমাত্র তিনি। যেহেতু তিনিই মানব জীবনের নিয়ন্ত্রক সেহেতু একমাত্র তিনিই ইবাদাতের যোগ্য। ইলাহ শব্দটি মূলত এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম لا إله إلا الله এর দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে মক্কার মুশরিকরা বুঝেছিল, এর অর্থ তাদের উপাস্য পরিত্যাগ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য মেনে নেয়া।

৩. তাওহীদ ফিল আসমা ওয়াস সিফাত (توحيد في الأسماء و الصفات)ঃ আল্লাহর গুণাবলী ও নামের একত্ববাদ। মহান আল্লাহ তাঁর গুণাবলীতে এক ও একক। তাঁর মত গুণের আধার অন্য কেউ নেই। একইভাবে তাঁর নামে অন্য কারো নামকরণ না করা বা তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয় এমন নামে তাঁকে না ডাকা তাওহীদের অংশ।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে আহালে বাইতের বিশেষ মর্যাদার বর্ণনা এসেছে। তাঁদের এ মর্যাদা ও নৈকট্যতার কারণে সাধারণ মানুষ তাঁদেরকে বিশেষ ক্ষমতাবান হিসেবে ধারণা করা শুরু করে। কাল পরিক্রমায় এসব মর্যাদাবান মানুষ শক্তির আধার হিসেবে পুঁজিত হতে থাকে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার তাঁদের কবরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার। অথচ তাঁরা মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন।

'আল-অসিয়াহ আল খালিদা' গ্রন্থটিতে আহলে বাইতের ইমামগণের নিকট তাওহীদের প্রকৃত তত্ত্ব কী ছিল, তাঁরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একত্ববাদকে কিভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন তার বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। অসীলা গ্রহণের নামে সাধারণ মানুষ অজ্ঞতা বশত: শিরকের মত ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করছেন। এ তিক্ত সত্যকে গ্রন্থকার অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতিতে তুলে ধরেছেন।

এ মূল্যবান গ্রন্থটি অনুবাদ করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। সাথে সাথে কুয়েতের মুবারাতুল আল ওয়াল আসহাব কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। আধুনিক আরবিতে লিখিত এ গ্রন্থটির সরল বঙ্গানুবাদ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তবুও দৃষ্টির অগচরে ভুল থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সম্মানিত পাঠকের কাছে বিনীত অনুরোধ অনুবাদের ক্ষেত্রে কোন ধরনের অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে অবগত করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের সৎকর্মসমূহ একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদন করার তাওফীক দান করেন ..... আমীন।

মুহাম্মদ রুহুল আমিন
১১৯০, পূর্ব মনিপুর
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি রাজত্ব ও ঊর্ধ্বলোকের একমাত্র নিয়ন্ত্রক, শক্তিমত্তা ও সম্মানে যিনি একক, কোন প্রকার খুঁটি ছাড়াই আকাশকে উত্তোলনকারী ও তাতে বান্দার রিযিক নির্ধারণকারী। যিনি জ্ঞানবান ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিকে মধ্যস্থতাকারী বা অসীলা বা কারণ থেকে সরিয়ে সকল সূত্র বা কারণের স্রষ্টার দিকে নিবদ্ধ করেছেন। তাঁদের অভিপ্রায়গুলোকে তিনি ভিন্ন অন্য কারও দিকে ও তাদের নির্ভরতাসমূহ তিনি ভিন্ন অন্য কোন নিয়ন্ত্রকের বরাবর ফেরা থেকে রক্ষা করেছেন। অতএব তারা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করে না এ নিশ্চিত জ্ঞান সহকাওে যে, তিনি এক ও অমুখাপেক্ষী ইলাহ এবং এ বিশ্বাস বাস্তবায়নের জন্য যে, সৃষ্টিজগতের অন্যসব সৃষ্টি তাদের মত আল্লাহর গোলাম, তাদের কাছে রিযিক অন্বেষণ করা যায় না।

অসংখ্য দরুদ ও সালাম বাতিলকে উৎখাতকারী ও সরল সঠিক পথ প্রদর্শনকারী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর একত্ববাদ বিষয়ক এটি একটি চমৎকার গ্রন্থ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বাইতের যাঁদেরকে আমরা অনেক মর্যাদা প্রদান করি ও যাঁদের প্রতি ভালবাসার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করি সেই পরিবারের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের পর আমি গ্রন্থটি প্রণয়ন করি। তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে আমার কাছে অনুরোধ রাখেন যেন আমি কুরআন সুন্নাহ ও আহলে বাইতের ইমামদের বাণীর সমন্বয়ে তাওহীদ সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করি যা গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য উপকারী ও কল্যাণকর হবে।

আমি তাঁর আবেগকে মূল্যায়ন করি, যদিও আমি মনে মনে লজ্জাবোধও করছিলাম যে, আমার চেয়ে যারা জ্ঞান ও তাকওয়ায় শ্রেষ্ঠ আমি তাঁদেরকে অতিক্রম করছি। কিন্তু পরবর্তীতে আমার মধ্যে এ আবেগ সৃষ্টি হল যে, এ গ্রন্থ লেখা থেকে পিছুটান দেয়া জ্ঞান গোপন করার পর্যায়ভূক্ত। কারণ আহলে বাইতের ইমাগণের এমন কিছু বর্ণনা আমার সংগ্রহে রয়েছে যা বর্তমান সময়ে তাঁদের প্রতি সম্পৃক্ত কতিপয় ব্যক্তি তাঁদের সম্পর্কে যে সব দাবি করেন তার বিপরীত।

বর্তমান সময়ে একের পর এক এ বিষয়ক গোলযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এমনকি জাগ্রত বিবেকের অধিকারী ব্যক্তি যা দেখছে ও শুনছে তা এড়িয়ে যাচ্ছে এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছে যেন তিনি তাঁকে তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে ফেতনায় না ফেলেন।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' ও 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এ দুটি শাহাদাতের অর্থ বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকার চেয়ে বড় ফেতনা কী হতে পারে? কতজন জেনেশুনে এ ফেতনা তৈরী করছে এবং কতজনে অন্ধ অনুকরণ করতে যেয়ে ফেতনার পতিত হচ্ছে।

অতএব এ প্রসংগে আমার জন্য জরুরী ছিল আমি যেন আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে আমার হিম্মতকে ধার দেই, আমার ইচ্ছাকে শক্তিশালী করি। আমার কথা মানুষের দ্বারগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য তাঁর কাছে তাওফীক ও সামর্থ কামনা করা। আমি যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছি গ্রন্থটি যদি সে দাওয়াত পৌঁছাতে পারে তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যাঁর অনুগ্রহে সৎকর্ম সম্পন্ন হয়। আর যদি উক্ত দাওয়াত না পৌঁছাতে পারে তবে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে এ কাজের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত না করেন এবং এ কাজ একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন, এতে কোন প্রদর্শনেচ্ছা বা বিখ্যাত হওয়ার স্পৃহা না থাকে।

সম্মানিত পাঠকের জ্ঞাতার্থে, মানুষকে সন্তুষ্টকরণের চেষ্টা এমন এক প্রান্তিকতা যাকে ছোঁয়া যায় না। যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি সহকারে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চায় আল্লাহ তাকে মানুষের কাছে সোপর্দ করেন। আর যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি সহকারে হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় আল্লাহর তার উপর খুশী হয়ে যান ফলে মানুষও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

আমাদের সর্বশেষ প্রার্থনা, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

গ্রন্থকার

“নিশ্চয় শির্ক বড় জুল্ম”

মহান আল্লাহ শির্কের বিষয়টি তার পবিত্র গ্রন্থে অনেক বড় করে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন:

إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢

“নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।”[১] তিনি তাঁর কিতাবের অন্যত্র বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ ٤٨

“নি:সন্দেহে আল্লাহ্ তাঁর সাথে শির্ক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না। এতদভিন্ন অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন।”[২]

এ আয়াতে তিনি বর্ণনা করেছেন, তওবা ছাড়া শির্কের গুনাহ ক্ষমা করেন না এবং অন্যান্য গুনাহ তিনি ইচ্ছা করলে তওবা ছাড়া ক্ষমা করেন।[৩]

এ আয়াতের ব্যাপারে ইমাম আলী রাদি আল্লাহু আনহুর গুরুত্ব প্রদান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: “আমার কাছে **(নি:সন্দেহে আল্লাহ্ তাঁর সাথে শির্ক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না। এতদভিন্ন অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন)** এ আয়াতের চেয়ে অধিক প্রিয় কোন আয়াত কুরআনে নেই।[৪]

শির্কের ভয়াবহতার কারণে মহান আল্লাহ একে বড় জুল্ম হিসেবে বিশেষিত করেছেন। তিনি বলেন:

إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ

---

১. সূরা আল-মায়িদা: ৭২।
২. সূরা আন-নিসা: ৪৮।
৩. আশ্‌শায়খ আল-মুফীদ: আল-মাসাঈল আস্‌সারউয়্যাহ, পৃষ্ঠা- ১০১।
৪. ইব্‌ন বাবুইয়াহ আল-কুম্মী: আত্ তাওহীদ, পৃষ্ঠা- ৪০৯।

"নিশ্চয় শির্ক বড় জুল্ম।"[১] বিপরীত পক্ষে ঈমানের অধিকারীদেরকে আল্লাহ এভাবে বিশেষিত করেছেন যে:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ

"যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শির্কের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।"[২]

মুশরিক ব্যক্তির আমল নিষ্ফল, তা তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত; আল্লাহ তাআলা কোনভাবেই তা কবুল করবেন না। তিনি বলেন:

وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٨٨

"যদি তারা শির্ক করত, তবে তাদের কাজ কর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত।"[৩]

এমন কি তিনি তাঁর প্রিয় নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥

"আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহ্র শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিস্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।"[৪]

নির্ভেজাল তাওহীদের অর্থ প্রতিষ্ঠা এবং গায়রুল্লাহর (আল্লাহ বিরোধী শক্তি) ইবাদাত থেকে বান্দাদেরকে মুক্তি দেয়ার জন্য শুভসংবাদ দানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন:

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ

[১]. সূরা লোকমান: ১৩।
[২]. সূরা আল-ইমরান: ৮২।
[৩]. সূরা আল-আনআম: ৮৮।
৪. সূরা আয্যুমার: ৬৫।

“আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর এবং তাগুতকে পরিত্যাগ কর।”[১]

প্রত্যেক রাসূল তাঁর উম্মতদেরকে এক আল্লাহ যাঁর কোন শরীক নেই তাঁর ইবাদাতের প্রতি আহ্বানের মাধ্যমে তাঁদের দাওয়াতী কাজের সূচনা করতেন।

এইতো নূহ আলাইহিস্ সালাম, যিনি তাঁর গোত্রকে বলছেন:

يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓۚ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥٩

“হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে এক মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি।”[২]

এইতো হুদ আলাইহিস্ সালাম, যিনি তাঁর গোত্রকে বলছেন:

يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٦٥

“হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই।”[৩]

এইতো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যাঁকে তাঁর মহান প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি বলেন:

قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ ١٥١

“আপনি বলুন, এস আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করবে না।”[৪]

---

[১]. সূরা আন্‌নাহল: ৩৬।
[২]. সূরা আল-আরাফ: ৫৯।
[৩]. সূরা আল-আরাফ: ৬৫।
[৪]. সূরা আল-আনআম: ১৫১।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে অবস্থান করতেন ও এ আহ্বান জানাতেন: "তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তবেই তোমরা সফলকাম হবে"। তাঁর এ দাওয়াত শুনে তাঁর চাচা আবু লাহাব পিছন থেকে পাথর ছুড়ে মারে এবং বিভিন্ন ধরনের গালি-গালাজ করে।[১]

প্রতিটি জাগ্রত বিবেক জুল্মকে অপছন্দ ও অবজ্ঞা করে এবং এর অপরাধের ভয়াবহতার কারণে জালিম ব্যক্তিকে ঘৃণা করে। নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড় জুল্ম আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা। অতএব আল্লাহ সম্পর্কে কুধারণা এবং তাঁকে অন্যের সাথে সংযুক্ত করার কারণে মুশরিক ব্যক্তি ঘৃণার অধিকতর যোগ্য।

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ রাদি আল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, কোন গুনাহ সবচেয়ে বড়? উত্তরে তিনি বলেন: "তুমি আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন!"[২] এ কারণে শির্ক থেকে দূরে থাকা এবং মুশরিক ও তাদের শির্ক থেকে নিস্কৃতি লাভ করা সবচেয়ে বড় ওয়াজিব।

এ প্রেক্ষাপটে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম মুশরিক ও তারা আল্লাহ ব্যতীত যেসব উপাস্যের ইবাদাত করত তাদের থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন:

قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧٧﴾

"ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা যাদের পূজা করে আসছ? বিশ্বপালনকর্তা ব্যতীত তারা সবাই আমার শত্রু।"[৩] তিনি সূরা আল-আনআমে আরও বলেন:

---

[১] . ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীস নং- ১৬০৬৬, মুআস্সাসাহ কুরতুবাহ প্রকাশ। শাইখ শুআইব বলেন: অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বর্ণনায়ও হাদীসটি সহীহ। শাইখ আলবানী তাঁর সহীহ সিরাতুন্নববিয়্যাহ গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[২] . মুসতাদরিকুল অসায়েল: ১৪/৩৩২। হাদীসটি ইমাম বুখারী কিতাবুত্ তাফসীরে আল্লাহর বাণী: **"তোমরা আল্লাহর কোন শরীক স্থাপন করো না, অথচ তোমরা জান"** অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। হাদীস নং- ৪৪৭৭। ইমাম মুসলিম কিতাবুল ঈমানের 'শির্ক সর্বাধিক নিকৃষ্ট পাপ" শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং- ৮৬।

[৩] . সূরা আশ্শুআরা: ৭৫-৭৭।

فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّى هَٰذَآ أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾

"অতঃপর তিনি যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখলেন তখন বললেন, এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়কে শির্ক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত।[১]"

এই তো ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের মিল্লাত যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ۚ

"ইবরাহীমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফেরায়? সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে।"[২]

মানুষকে এই মিল্লাতের অনুসরণ করার জন্য উৎসাহিত করে তিনি বলেন:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ ۚ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

"তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদাত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।"[৩]

---

[১]. সূরা আল-আনআম: ৭৮।
[২]. সূরা আল-বাকারাহ: ১৩০।
[৩]. সূরা আল-মুমতাহিনা: ৪।

দুআ একটি ইবাদাত

দুআও একটি ইবাদাত। এর প্রকৃত তত্ত্ব একজন মুমিন তখনই অনুভব করে যখন সে আকাশের দিকে হাত তুলে আল্লাহ তাআলার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে।

এ অর্থের প্রত্যায়নকারী হিসেবে কুরআন, সুন্নাহ ও আহলে বাইতের ইমামগণের বর্ণনাসমূহ একে অপরের সহযোগিতা করে। যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে দুআও একটি ইবাদাত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দুআ করা অর্থ তাকে ব্যতীত অন্যকে দেবত্বারোপ করা।

নু'মান ইব্ন বশীর রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি: "নিশ্চয় দুআ একটি ইবাদাত। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদাত করা থেকে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।" (সূরা মুমিন: ৬০)[১]

ইমাম আলী ইব্ন হুসাইন (যায়নুল আবিদীন)-এর আস্সহীফা আস্সুজ্জাদীয়া আল-কামিলাহ গ্রন্থে মুনাজাত অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে, তিনি তাঁর মুনাজাতে বলতেন: হে আল্লাহ তুমি বলেছ, "যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদের নিয়ামত বাড়িয়ে দেব আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।" (সূরা ইবরাহীম:৭) তুমি আরও বলেছ, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। নিশ্চিয় যারা আমার ইবাদাতে অহংকার করে তারা অতি সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।" (সূরা মুমিন: ৬০) তুমি তোমার কাছে দুআকে ইবাদাত এবং তা পরিত্যাগ করাকে অহংকার নাম দিয়েছ। এটি পরিত্যাগ করার কারণে হীন হয়ে জাহান্নামে প্রবেশের

১. হাদীসটি ইমাম তিরমিযী কিতাবুত তাফসীরে হাদীস নং- ২৯৬৯ এবং অন্যরা সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

ভীতি প্রদর্শন করেছ। এজন্য তাঁরা তোমার অনুগ্রহের মাধ্যমে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, তোমার নির্দেশানুসারে তোমাকে ডেকেছে এবং বেশি বেশি তোমার অনুগ্রহ চেয়ে সাদকা করেছে।[১]

মির্যা নূরী আত্তাবরাসী তাঁর মুসতাদরিকুল ওসায়িল গ্রন্থে কুতুব রাওআনদীর দাওয়াত গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **أفضل عبادة أمتي بعد قراءة القرآن الدعاء** "কুরআন তিলাওয়াতের পর আমার উম্মতের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদাত হল দুআ; অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদাত করা থেকে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে। " (সূরা মুমিন: ৬০) তোমরা কি দেখ না দুআও একটি ইবাদাত?[২]

কালিনী তাঁর আল কাফী গ্রন্থে ইমাম আবু জাফর বাকের থেকে বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয় যারা আমার ইবাদাত করা থেকে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।" তিনি বলেন: এ ইবাদাত হল দুআ। সর্বত্তোম ইবাদাত হল দুআ।[৩]

কালিনী তাঁর আল কাফী গ্রন্থে ও হররুল আমিলী তাঁর অসায়িলুশ শী'আহ গ্রন্থে ইমাম জাফর সাদিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে "নিশ্চয় দুআও একটি ইবাদাত"।[৪]

আবু জাফর আল বাকের থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, " সর্বোত্তম ইবাদাত হচ্ছে দুআ।"[৫]

---

[১]. ইমাম যায়নুল আবিদীন,আস্সহীফা আস্সুজ্জাদীয়া আল-কামিলাহ, পৃ-২২৪-২২৫।

[২]. মুসতাদারিকুল অসায়িল: ৫/১৫৯।

[৩]. আল কাফী: ২/৪৬৬।

[৪]. আল কাফী: ২/৩৩৯ (কিতাবুদ দুআ বাবু ফদলুদ দুআ ওয়াল হাস্সু আলাইহি)।

[৫]. অসায়িলুশ শী'আহ, বাবু ইসতেহবাব ইখতিয়ারুদ দুআ আলা গাইরিহি মিনাল ইবাদাত আল মুসতাহাব্বা।

আল-তুসী তাঁর তাহযিবুল আহকাম গ্রন্থে ইব্ন আম্মার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ জাফর সাদিককে বললাম, দুই ব্যক্তি একই সময়ে নামায আদায় শুরু করল তাদের একজন কুরআন তিলাওয়াত করল যার তিলাওয়াতের পরিমাণ দুআর চেয়ে অনেক বেশি। অন্য ব্যক্তি দুআ করল যার দুআর পরিমান তিলাওয়াতের চেয়ে বেশি। অতঃপর তারা দু'জন একই সময়ে নামায শেষ করল। উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেন, প্রত্যেকেরই মর্যাদা রয়েছে এবং উভয়টিই উত্তম। আমি বললাম, আমি জানি উভয়টিই উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ। তখন তিনি বললেন, দুআ অধিকতর উত্তম। তুমি কি আল্লাহ তাআলার এ বাণী শুননি: "তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদাত করা থেকে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে। " (সূরা মুমিন: ৬০) আল্লাহর কসম! তা হল ইবাদাত, আল্লাহর শপথ এটি সর্বোত্তম, আল্লাহর শপথ এটি সর্বোত্তম। এটি কি ইবাদাত নয়? আল্লাহর শপথ এটি একটি ইবাদাত।[১]

সাদির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু জাফর আল-বাকেরকে বললাম, কোন ইবাদাত সর্বোত্তম? তিনি বললেন, মহান আল্লাহর নিকট দুআ করা এবং তাঁর কাছে যা আছে তা থেকে প্রার্থনা করার চেয়ে সর্বোত্তম কিছু নেই। আর মহান আল্লাহর নিকট যে ব্যক্তি ইবাদাতের ব্যাপারে অহংকার করে এবং তাঁর কাছে যা রয়েছে তা প্রার্থনা করে না, তার চেয়ে অধিকতর ঘৃনিত আর কেউ নেই।[২]

আবু হামযা থেকে বর্ণিত, তিনি আবু জাফর বাকের থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, **"ইবরাহীম যিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন"** আল্লাহ তাআলার এ বাণীর অর্থ কী? তিনি বললেন, কয়েকটি শব্দ যা তিনি অর্জন করেন। আমি বললাম, সেগুলো কী? তিনি বললেন, "তিনি সকালে উপনীত হলে বলতেন, আমি সকালে উপনীত হই এমন অবস্থায় যে, আমার প্রভু প্রশংসিত; আমি এমনভাবে সকালে উপনীত হই যে আমি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ সম্বোধন করি না।"[৩]

উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দুআও ইবাদাত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে দুআ করা সার্বিক অর্থে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাতের সমতুল্য।

---

[১]. তাহযিবুল আহকাম-২/১০৪।

[২]. তদেব।

[৩]. আল-কাফী : ২/৩৮৮ (কিতাবুদ দুআ বাবুল কাওলু ইনদাল ইসবাহ ওয়াল ইমসা)।

আল্লাহর নবীগণ একথা বলেছেন অতএব আপনি কী বলবেন?

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন মূর্তির কাছে তাঁর গোত্রের দুআ ও নৈকট্য প্রত্যাশার পূজা অর্চনা প্রত্যাখ্যান করেন, তিনি বলেন:

أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

"তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত কর, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না?"[১] হ্যাঁ যে নিজের ও অন্যের ভালমন্দের ক্ষমতা রাখে না তার কাছে কিভাবে দুআ ও সাহায্য প্রার্থনা করবে!

একই কথা মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রসংগে বলেছেন:

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ ۚ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

"আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ্‌ চান। আর আমি যদি গায়েবের কথা জানতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম, ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য।"[২]

ফদল ইব্‌ন হাসান আত্‌তাবরাসী আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন, "আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনের মালিক নই" এটি দাসত্ব ও গোলামীর বহি:প্রকাশ অর্থাৎ আমি এক দূর্বল বান্দা যে তার নিজের ভালমন্দ আনয়নের ক্ষমতা রাখি না। "কিন্তু আল্লাহ যা চান" অর্থাৎ আমার প্রভু ও আমার

[১]. সূরা আল- আম্বিয়া: ৬৬।
[২]. সূরা আল-আরাফ:১৮৮।

মালিক আমার জন্য যে উপকার এবং আমার থেকে যে ক্ষতিকর বিষয় প্রতিরোধ করার ইচ্ছা করেন, "আমি যদি গায়েবের কথা জানতাম" তবে আমার অবস্থা বর্তমানে যা রয়েছে তার বিপরীত হত। তখন আমি বেশি বেশি উপকারী বিষয় গ্রহণ করতাম ও ক্ষতিকর বিষয় থেকে বিরত থাকতাম। তখন আমি যুদ্ধে একবার জয়ী ও একবার পরাজিত, ব্যবসায় কখনো লাভবান কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হতাম না। রবং আমি একজন বান্দা আমি প্রেরিত হয়েছি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। অদৃশ্যের জ্ঞান আমার সংশ্লিষ্ট বিষয় নয়।[১]

শেখ মোহাম্মদ জাওয়াদ মুগনিয়া তার তাফসীর আল-কাসেফে বলেন, আল্লাহর বাণী, **"আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনের মালিক নই"** এটি আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে মুসলমানদের আকীদা। তিনি নিজের (ভালমন্দের) ব্যাপারে কোন ক্ষমতা রাখেন না, অন্যের ব্যাপারে ক্ষমতা রাখা তো দূরের কথা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এ বিশ্বাস নির্ভেজাল তাওহীদের আকীদার আবশ্যকীয় ফলাফল। **"আর আমি যদি গায়েবের কথা জানতাম"** এখানে এ অংশটি শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং এ নির্দেশনা দিচ্ছে যে, গায়েব একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। এটি আরও নির্দেশনা দেয়, আল্লাহর সবচেয়ে নিকটতম মানুষ মানবতার উদ্দেশ্যে এ ঘোষণা দিচ্ছেন যে, গায়েবের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান সাধারণ মানুষের মতো, এক্ষেত্রে তাঁর ও অন্য মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শুধুমাত্র এ ঘোষণাই যথেষ্ট নয় বরং এ ব্যাপারে অনুভব ও উপলব্ধির মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে, তিনি যদি কাজের পরিণতি জানার জন্য গায়েব অবগত হতেন তবে যে কাজের পরিণাম ভাল তা প্রাধান্য দিতেন। আর যে কাজের পরিণতি খারাপ তা থেকে দূরে থাকতেন। দুনিয়ার জীবনে এমন কিছু তাকে স্পর্শ করত না যা তিনি খারাপ মনে করেন এবং অপছন্দ করেন। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে গায়েব জানেন না অথচ তিনি আল্লাহর অন্তরঙ্গ রাসূল? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে বলেন, আমি ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া কিছুই নই। তিনি আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে

[১]. জাওয়ামিউল জামি': ১/৪৮৮।

কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু রাসূলের দায়িত্ব আল্লাহর রিসালাত মানুষের কাছে পৌঁছানো, যে ব্যক্তি আল্লাহর আযাবকে অস্বীকার করে তাকে ভীতি প্রদর্শন এবং যে আল্লাহর প্রতিদান বিশ্বাস করে ও তাঁর আনুগত্য করে তাকে সুসংবাদ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর গায়েব তথা ভাগ্যের ভাল ও মন্দের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর হাতে।[১]

মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যেন মানুষকে এ ঘোষণা পৌঁছান যে, তিনি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন মানুষের ভাল-মন্দের ক্ষমতা রাখেন না। তিনি সূরা জ্বিনে বলেন:

قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

"বলুন: আমি তো আমার পালনকর্তাকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। বলুন: আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই।"[২]

আল-তুসী তাঁর তাফসীর আত্তিবয়ানে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যেন যাদের জন্য শরীআত প্রযোজ্য তাঁদেরকে বলেন, আমি তোমাদের থেকে ক্ষতিকর বিষয়সমূহ প্রতিরোধ ও কল্যাণকর বিষয়সমূহ আনয়নের ক্ষমতা রাখি না বরং একমাত্র আল্লাহই এর ক্ষমতা রাখেন। আমি শুধুমাত্র তোমাদেরকে কল্যাণের পথে অহবান ও সুপথ প্রদর্শনের ক্ষমতা রাখি। যদি তোমরা তা গ্রহণ কর তবে সাওয়াব ও কল্যাণ অর্জন করবে আর যদি তা প্রত্যাখ্যান কর তবে তোমাদের কঠিন পরণতি ও যন্ত্রণাদায়ক আযাবের মুখমুখী হতে হবে। অতঃপর তিনি আরও বলেন, (বল) অর্থ হে মুহাম্মদ তাদেরকে বল **إني لن يجيرني من الله أحد** অর্থাৎ কেউ আল্লাহর উপর এমন প্রভাব ফেলতে পারে না যে যাতে তিনি যে শাস্তি দিতে চান তা তাঁর থেকে প্রতিহত করতে পারে। **و لن أجد من دونه** আমি আরও অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত

[১]. তাফসীরুল কাশেফ: ৩/৪৩১।

[২]. সূরা আল-জ্বিন: ২০-২১।

ملتحدا অর্থাৎ আশ্রয়স্থল। আল্লাহ যে শাস্তি ও যন্ত্রণা প্রদান করতে চান তার থেকে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করব। আয়াতটি যদিও তিনি নিজের প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁর উম্মত। কেননা তিনি কোন খারাপ কাজ করেনি যার কারণে তাঁর শাস্তির ভয় থাকবে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই।[১]

শায়খ তাবরিসী তার তাফসীর মাজমাউল বায়ান"-এর মধ্যে বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ! যাদের জন্য শরীআত প্রযোজ্য তাদেরকে তুমি বল, আমি তোমাদের থেকে অকল্যাণ প্রতিহত করতে ও কল্যাণ আনয়নের ক্ষমতা রাখি না। বরং একমাত্র মহান আল্লাহই এর উপরে শক্তিমান। তবে আমি রাসূল। আমার দায়িত্ব হচ্ছে রিসালাত পৌঁছানো, দ্বীনের প্রতি দাওয়াত প্রদান ও সুপথ প্রদর্শন। এটি আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি ও সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা তাঁরই সাথে সম্পৃক্ত করা।[২]

১. তাফসীর আত্তিবয়ান: ১০/১৫৭।

২. তাফসীর মাজমাউল বায়ান: ১০/১৫৩।

নবী পরিবার নিজেদের ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথা বলেছেন

এই তো ইমাম জাফর সাদিক যারা তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন এবং যারা তাঁর থেকে বিভিন্ন বিষয় শ্রবণ করেছেন অথচ তাঁকে দেখেনি সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা প্রদান করে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "আল্লাহর শপথ! আমরা আল্লাহর নগন্য বান্দা ছাড়া কিছুই নই। আমরা কল্যাণ বা অকল্যাণের উপর কোন ক্ষমতা রাখি না। আমাদের উপর যদি করুণা করা হয় তবে তাঁরই করুণা, যদি আমাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয় তবে আমাদের পাপের কারণে। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর কোন সৃষ্টির উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব নেই, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন দায়মুক্তি নেই। নিশ্চয় আমরা মৃত্যুবরণ করব, কবরস্ত হবে, প্রত্যাবর্তন করব, পুনরুত্থিত হব, হাশরের ময়দানে অবস্থান গ্রহণ করব, আল্লাহর সামনে জিজ্ঞাসিত হব.....। আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আমি একজন সাধারণ মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (পূর্বপুরুষ হিসেবে) আমাকে জন্ম দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন মুক্তি আমার সাথে নেই। আমি যদি তাঁর আনুগত্য করি তবে তিনি আমার উপর রহম করবেন, আর যদি তাঁর অবাধ্য হই তবে তিনি আমাকে প্রচণ্ড শাস্তি দিবেন।[১]

তিনি তাঁর প্রভুর কাছে দুআ করে বলতেন: হে আল্লাহ! আমাদের বিপদগুলো কঠোর করো না, আমাদের কারণে আমাদের শত্রুদের খুশি করো না। নিশ্চয় তুমিই কল্যাণ-অকল্যাণের উপর ক্ষমতাবান।[২]

তাঁর নাতী ইমাম আলী রেজা তাঁর দোয়ায় বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে শক্তি ও সামর্থ থেকে মুক্তি চাই। তুমি ছাড়া অন্য কারো কোন শক্তি ও সামর্থ নেই।

হে আল্লাহ! আমি তাদের থেকে তোমার কাছে মুক্তি চাই, যারা আমাদের ব্যাপারে এমন দাবি করে যে বিষয়ে আমাদের কোন অধিকার নেই। হে আল্লাহ! আমি তাঁদের থেকে তোমার কাছে মুক্তি চাই যারা আমাদের ব্যাপারে এমন সব কথা

---

১. বাহহারুল আনওয়ার: ২৫/২৮৯।

২. কারবুল ইসনাদ, পৃ- ৪, হাদীস নং-১০।

বলে যা আমরা নিজেরা কখনও বলিনি। হে আল্লাহ! সৃষ্টি তোমার, আইনও তোমার। আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমার কাছে সাহায্য কামনা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের স্রষ্টা, আমাদের পূর্ব পুরুষ ও উত্তর পুরুষ সকলের স্রষ্টা। হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কেউ রব হওয়ার উপযুক্ত নয়। তোমরা ছাড়া কারও ইলাহ হওয়া শুদ্ধ হয় না। খৃস্টানদেরকে অভিশপ্ত কর, কারণ তারা তোমার বড়ত্বকে ছোট করেছে। সাদৃশ্য পন্থীদেরও তুমি অভিশপ্ত কর তোমার সৃষ্টি সম্পর্কে (অবাঞ্ছিত) উক্তির কারণে।

হে আল্লাহ! আমরা তোমার ক্ষুদ্র বান্দা ও বান্দাদের সন্তান। আমরা আমাদের নিজেদের কল্যাণ, অকল্যাণ, জীবন-মরণ ও পুনরুত্থানের কোন ক্ষমতা রাখি না। হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি ধারণা করে আমরা রব সমতুল্য আমরা তোমার কাছে তার থেকে মুক্ত। আর যে ব্যক্তি ধারণা করে সৃষ্টি জগৎ আমাদের মুখাপেক্ষী ও রিযিক প্রদান আমাদের দায়িত্ব আমরা তোমার কাছে তার ব্যাপারেও দায়মুক্ত। যেমন দায়মুক্ত ছিলেন ঈসা আলাইহিস সাল্লাম খ্রিষ্টানদের থেকে। হে আল্লাহ! তাঁরা যে ধারণা করে তার প্রতি আমরা তাদেরকে আহবান করিনি। অতএব, তারা যা বলে সে ব্যাপারে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না, তারা যে ধারণা করে তাঁর থেকে আমাদেরকে ক্ষমা করো।[১]

ইমাম জাফর সাদিক ও আলী রেজা উভয়ের সাক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য করুন এগুলো দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশনা দিচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা এককভাবে কল্যাণকারী ও অকল্যাণের একক নিয়ন্তা। আহলে বাইতের ইমামগণ আল্লাহর বান্দা যারা নিজের ও অন্যের কল্যাণ-অকল্যাণের কোন ক্ষমতা রাখেন না। যে ব্যক্তি এর বিপরীত ধারণা পোষণ করবে সে ব্যক্তি ইমামগণের উপর মিথ্যা অপবাদ প্রদান করবে এবং তাঁদের প্রতি এমন কিছু সম্পৃক্ত করছে যা তাঁরা নিজেদের জন্য সম্পৃক্ত করেননি।

১. ইব্ন বাবুইয়াহ আল-কুম্মী, আল-ই'তিকাদাত পৃষ্ঠা-৯৯।

অসীলাগ্রহণ এক জিনিস আর সৃষ্টির কাছে সাহায্য প্রার্থনা ও দুআ অন্য জিনিস

আমাদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছে যারা গুরুতর অপরাধ করে কিন্তু তাদের নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নিজেদেরকে নিষ্পাপ প্রমাণ করে অথবা এমন সব যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন কর যে, তাদের উক্ত কাজটি গোনাহ বা পাপের যোগ্য কোন অপরাধ নয়।

আমাদের অনেকের দাবী আবেগপ্রবণ। যার কোন দলিল প্রমাণ নেই বরং তা ব্যক্তিগত আবেগ নির্ভর এমন চিন্তা চেতনা থেকে সৃষ্ট যা আমরা ভালবাসি ও যে ব্যক্তি এর বিরোধিতা করে আমরা তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করি।

কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা আহলে বাইতের ইমামগণ অথবা সাহাবীগণ অথবা ওলী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য প্রার্থনার সমালোচনা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে অহমিকা প্রদর্শন অথবা ঐসব সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি ভালবাসার ঘাটতি হিসেবে রূপায়ন করেন। অবশ্য কোন কোন সময় এমনটি হয়েও থাকে। আমরা তাঁদেরকে রক্ষার জন্য এবং তাঁদের ভালবাসা ও হৃদ্যতার মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য আমাদের জীবন ও রক্ত কুরবানি করি।

আমার এ দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, প্রতিটি জাগ্রত বিবেক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। একইভাবে সে আহলে বাইতে ও সাহাবাগণকেও ভালবাসে। তবে নিঃসন্দেহে এ ভালবাসার অর্থ তাঁদেরকে ইলাহ বানানো নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা তাঁর আহলে বাইত অথবা তাঁর সাহাবাগণের ভালবাসার অর্থ তাঁদের ইবাদাত করা নয়।

নিঃসন্দেহে একজন মুসলমান ঐ খ্রিস্টান ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের বৈধতাকে অস্বীকার করেন যে ঈসা আলাইহিস্ সাল্লাম অথবা তাঁর মা কুমারী মারিয়াম আলাইহাস্ সাল্লামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে অথবা তাঁদের কাছে দুআ ও মিনতি করে। অতএব একথা বিবেকসম্মত নয় যে, কোন মুসলিম ব্যক্তি ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর মায়ের ব্যাপারে যে কাজটি অপছন্দ করছেন এবং তাঁদের ক্ষেত্রে যা অবৈধ বলছেন সেই একই কাজ আহলে বাইতের ক্ষেত্রে বৈধ বলবেন।

এ প্রসঙ্গে আমি একটি ঘটনার অবতারণা করতে চাই যা আমার ও আমার আম্মার এক বান্ধবীর মধ্যে "তাওয়াক্কুল" (করও উপর ভরসা করা) বিষয়ে সংগঠিত হয়। তিনি একদিন গাড়িতে উঠার সময় বললেন "আমি আল্লাহ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ভরসা করলাম।" আমি তাঁকে বললাম খালাম্মা! আপনি বরং বলুন আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। কারণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নবী ও প্রিয় পাত্র। কিন্তু তিনি একজন মাখলুক বা আল্লাহর সৃষ্ট, এজন্য তাঁর উপর ভরসা করা বৈধ নয়। একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপরই ভরসা করতে হয়।

তখন তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর উপর অতঃপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ভরসা করি।" আমি মুচকি হেসে তাকে বললাম, 'আমি আল্লাহ ও ঈসা আলাইহিস সালামের উপর ভরসা করি অথবা আমি আল্লাহর উপর অতঃপর ঈসা আলাইহিস্ সালামের উপর ভরসা করি' এভাবে বলা কি ঠিক হবে? তিনি বললেন, না।

আমি তাকে বললাম, তাহলে পার্থক্য কি? আমার এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন।

অতঃপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঈসা আলাইহিস সালাম কি নবী নন? তিনি বললেন, অবশ্যই। তবে তাঁর ব্যাপারে উপরোক্ত কথা বলা বৈধ হবে না। তখন আমি বললাম খালাম্মা! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন নবী, ঈসা আলাইহিস্ সালামও একজন নবী আর নবীগণের প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآ ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ

"তাদের রাসূল তাদেরকে বলেন, আমারাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপর ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়; ঈমানদারদের আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা উচিৎ। আমাদের আল্লাহ্র উপর ভরসা না করার কী কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের পথ নির্দেশ করেছেন? তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন করেছ, তজ্জন্যে আমরা সবর করব। ভরসাকারীগণের আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা উচিত।"[১]

আল্লাহর নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর পুত্রদেরকে বলেন:

وَمَآ أُغۡنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٍۖ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُۖ وَعَلَيۡهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ ٦٧

"আল্লাহ্র কোন বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। আইন একমাত্র আল্লাহ্রই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের।"[২]

আয়াতসমূহ কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপর ভরসা করা যাবে না তার প্রমাণের জন্য দ্ব্যর্থহীন ও যথেষ্ট নয়?

নবীগণ নিজেদের কোন শক্তি ও সামর্থ রয়েছে এমন দাবী অস্বীকার করতেন। বরং তাঁরা ঘোষণা করতেন, প্রতিটি মুমিন একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে। তিনি ব্যতীত অন্য কারও উপর নয়।

আলহামদুলিল্লাহ! আমার এ কথাগুলো তার অন্তরে তাৎক্ষণিক ফলদায়ক ঔষধের মত ছিল। আল্লাহর রহমতে তিনি আমার দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং ঐ দিনের পর আর কখনও বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো কাছে দুআ, সাহায্য কামনা বা ভরসা নিবেদন করেননি।

---

[১]. সূরা ইবরাহীম: ১১-১২।

[২]. সূরা ইউসূফ: ৬৭।

যারা নবী, ইমাম ও পুণ্যবানদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তারা মূলত বিভ্রান্তিতে রয়েছে। বরঞ্চ তারা নিজেদেরকে নিজেরা প্রতারিত করছে যখন তারা এ ধারণা পোষণ করছে যে, সৃষ্টির কাছে দুআ বা সাহায্য প্রার্থনা নবী বা সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের মর্যাদার মাধ্যমে উসিলা অন্বেষণ মাত্র।

এ বিষয়ে হাদীস থেকে আমরা আরও দ্ব্যর্থহীন হই যারা "হে মুহাম্মদ! আমাকে (অমুক জিনিস) দাও" অথবা "হে আলী! আমাকে (অমুক জিনিস) দাও" অথবা "হে মাহদী! আমাকে (অমুক জিনিষ) দাও" অথবা "হে জিলানী! আমাকে (অমুক জিনিস) দাও" এ জাতীয় বাক্য ব্যবহার করে তাদের উদ্দেশ্যে আমরা এ প্রশ্ন করতে চাই যে, যখন তারা এভাবে প্রার্থনা করে তখন তাদের চিন্তা চেতনায় প্রার্থনা কি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় নাকি ঐসব ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে এবং তাদের থেকেই প্রার্থিত বিষয় পেতে চায়?

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ

" আল্লাহ্ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি।"[১]

উসিলা গ্রহণের শব্দাবলী যেমন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার খাতিরে অমুক জিনিস প্রার্থনা করি" অথবা "হে আল্লাহ! তোমার নবীর সম্মানের খাতিরে আমার এ বিপদ দূর কর" অথবা "হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারের উসিলায় আমাকে ক্ষমা কর" ও এ জাতীয় বাক্য[২] এবং "হে আলী! আমাকে অমুক জিনিস দাও, অথবা হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন, অথবা হে

---

১. সূরা আল-আহযাব: ৪।

২. কারও সত্ত্বার মাধ্যমে উসিলা গ্রহণ যেমন "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উসিলা হিসেবে গ্রহণ করছি" অথবা তাঁর সম্মানের মাধ্যমে উসিলা গ্রহণ যেমন "হে আল্লাহ! আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানের মাধ্যমে তোমার কাছে উসিলা গ্রহণ করছি" এসব বিষয়ে পূববর্তী ও আধুনিক আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যারা এটিকে অপছন্দ করেন তারা সর্বোচ্চ একে বিদআত হিসেবে আখ্যায়িত করেন। আলিমগণের কেউ একে শিরক বলেননি। ইবাদাতের মৌলিকত্ব হলো বিরতকরণ অর্থাৎ একজন মুসলিম কুরআন-হাদীসের বর্ণনা পেলে তা থেকে বিরত থাকবে অর্থাৎ কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ সুন্নাহের দলিল ছাড়া কেউ ইবাদাত করবে না।

আল্লাহর রাসূল! আমার থেকে বিপদ দূরীভূত করুন অথবা হে কাজীম! আমাদেরকে রোগ মুক্ত করুন ও এ জাতীয় বাক্যের মধ্যে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য পার্থক্য রয়েছে।

প্রথম বাক্যগুলিতে সরাসরি আল্লাহকে সম্বোধন করা হয়েছে অন্য কাউকে নয়। অর্থাৎ দুআকারী তার প্রভুর সকাশে প্রার্থনা করে বলছেন, হে আল্লাহ! আমার থেকে অমুক জিনিস অপসারণ কর অথবা হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অমুক জিনিস প্রার্থনা করি। অতঃপর এই দুআর সাথে আল্লাহর নিকট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অথবা অন্য নবী বা কোন পূণ্যবান ব্যক্তির মর্যাদাকে উসিলা হিসেবে সংযুক্ত করেছে।

দ্বিতীয় প্রকারের বাক্যগুলোতে এমন বিষয়ে সৃষ্ট জীবের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে যে ব্যাপারে বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ক্ষমতা নেই। এগুলো এমন বাক্য যা থেকে আমাদের বিরত থাকা আবশ্যক। এর পক্ষে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অনুমোদন এমনকি আহলে বাইতের ইমামগণের বিভিন্ন বর্ণনা বিদ্যমান।

বান্দা ও তার প্রভুর মাঝে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই

আল্লাহর কিতাব অনুধাবনকারী ব্যক্তি এমন অনেক আয়াতের সন্ধান পাবেন যেসব আয়াতে মানুষের প্রশ্ন ও সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার উত্তর বিধৃত হয়েছে।

মানুষ নতুন চাঁদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

"তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বলে দাও, এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্বের সময় ঠিক করার মাধ্যম। আর পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই। অবশ্য নেকী হল আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে। আর তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা কৃতকার্য হতে পার।"[১]

ব্যয়ের খাত সম্পর্কে মানুষ জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ উত্তর দেন:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

"তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কি ব্যয় করবে? বলে দাও, তোমরা যা ব্যয় কর তা হবে পিতা-মাতা, আত্নীয়-আপনজন, এতীম-অনাথ, অসহায় এবং

[১]. সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৯।

মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহর জানা রয়েছে।"[১]

হারাম তথা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহের বিধান সম্পর্কে তারা জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ বলেন:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَـٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"তারা সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় অন্যায়। আর আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহ্‌র নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুত: তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।"[২]

---

[১]. সূরা আল-বাকারাহ: ২১৫।
[২]. সূরা আল-বাকারাহ: ২১৭।

তারা যখন মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল আল্লাহ তাদের উত্তরে বলেছিলেন:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কি ব্যয় করবে? বলে দাও, ক্ষমা। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার।"[১]

কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ বলেন:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

"তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দাও এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে। তোমাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন তুমি তার অনুসন্ধানে লেগে আছ। বলে দাও, এর সংবাদ আল্লাহ্র নিকটই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করে না।"[২]

---

[১]. সূরা আল-বাকারাহ: ২১৯।

[২]. সূরা আল-আরাফ: ১৮৭।

কিন্তু তারা যখন আল্লাহ তাআলার কাছে কীভাবে দুআ করতে হবে এবং তাঁর নিকট পৌঁছানোর পথ কী সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন এ প্রশ্নের উত্তরে 'বল' শব্দ ছাড়াই এসেছে। অর্থাৎ আয়াতটি এ ঘোষণা দিচ্ছে যে বান্দা ও তার রবের মাঝে কোন মাধ্যম নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বান্দার অতি নিকটবর্তী যখনই সে তাঁর কাছে দুআ করে এবং তাঁর নির্দেশ পালন করে তখনই তিনি তা কবুল করেন।

মহা সম্মানিত আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

"আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, বস্তুত: আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নি:সংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।" [১]

আমীরুল মু'মিনীন আলী রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর পুত্র ইমাম হাসান রাদি আল্লাহু আনহুকে অসিয়ত করে বলেন, 'জেনে রাখ যার হাতে আসমান ও জমিনের ধন ভান্ডার তিনি তোমাকে তার কাছে দুআর অনুমতি দিয়েছেন এবং তা কবুল করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করার, তিনি অবশ্যই তোমাকে দিবেন। তাঁর কাছে করুণা ভিক্ষা কর অবশ্যই তিনি তোমাকে করুণা করবেন। তিনি তোমার ও তাঁর মধ্যে এমন কাউকে রাখেননি যে তাঁকে তোমার থেকে আড়াল করতে পারে। তাঁর কাছে পৌঁছাতে তোমার জন্য সুপারিশ করবে এমন কারো আশ্রয় রাখেননি।"[২]

---

১. সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৬।

২. নাহজুল বালাগাত: ৩/৪৭।

এ ব্যাপারে সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন ফাদলুল্লাহর তাফসীর 'মিন অহীল কুরআন' এর মধ্যে একটি চমৎকার ব্যাখ্যা রয়েছে: "আল্লাহকে সম্বোধন ও ডাকার ক্ষেত্রে তাঁর ও বান্দার মধ্যে কোন মাধ্যম নেই। আমরা ইবাদাত ও সাহায্য প্রার্থনায় একত্ববাদের দিকে মানুষের অভিমুখী হওয়া থেকেও এ বিষয়টি প্রমাণ করতে পারি। বান্দা তাঁর প্রভুকে সম্বোধন করে বলে, "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি ও তোমার কাছে সাহায্য চাই"। মানুষ আল্লাহর সাথে কথা বলতে ও তাঁর কাছে কোন কিছু কামনা করতে তার মত অন্য কোন মানুষ বা কোন মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নয়, কেননা আল্লাহ তাআলা তার বান্দা থেকে দূরে নন এবং তাদের উভয়ের মাঝে কোন প্রাচীর স্থাপন করেননি। বরং বান্দাই সৃষ্টি করে এমন সব প্রাচীর যা তাকে আল্লাহর রহমতের অবস্থান থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং তাঁর নৈকট্যের স্তরে পৌঁছানো থেকে দুআকে বিরত রাখে। এ কারণে মহান আল্লাহ চান বান্দা সরাসরি দুআ করুক তবেই তিনি তাদের দুআ কবুল করবেন এবং তাদের নিকটবর্তী হয়ে তাদের সাথে কথোপকথন করবেন। যেহেতু তিনি তাদের কথা শ্রবণ করেন এবং বান্দা তার অন্তরে ধ্বনিত আওয়াজে অথবা হৃদয়ের প্রতিধ্বনিতে তা অনুভব করে। আর এটিই মহান আল্লাহর বাণী: "আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, বস্তুত: আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নি:সংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।" তিনি আরও বলেন:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

"আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।" (সূরা ক্বফ: ১৬)[১]

[১]. তাফসীর মিন অহীল কুরআন: ২৫/ ৬৫-৬৬।

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা কুফ্‌রী করেছে”

“কুরআনুল কারীম আমাদের কাছে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস বর্ণনা করেছে সান্ত্বনা স্বরূপ নয় বরং তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের নির্দেশ এবং পথভ্রষ্টদের কাজের সাদৃশ্যতার নিষেধাজ্ঞা স্বরূপ। যেন তাদের প্রতি যা নিষিদ্ধ ছিল তা থেকে আমরা বিরত থাকতে পারি। মহান আল্লাহ ঈমানের অধিকারীদের নিকট মুশরিকদের সংবাদ বর্ণনা করেছেন। যিনি তাদের প্রতি তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি তাদের অন্ধ চোখে আলো জ্বালাতে পারেন এবং তাদেরকে শিরক থেকে ঈমানের দিকে বের করে আনতে পারেন।

তিনি বর্ণনা করেছেন যে, ঐসব মুশরিকরা এ বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, যিনি মৃত্যু থেকে জীবিতকে বের করেন এবং সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٩﴾

“তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্।”[১]

মহান আল্লাহ বলেন:

قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ

[১]. সূরা আয-যুখরুফ: ৯।

مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيۡهِ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ فَأَنَّىٰ تُسۡحَرُونَ ٨٩

"বল, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে তারা কার, যদি তোমরা জান? তারা বলবে, সবই আল্লাহ্‌র। বল, তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? বল, সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? তারা অচিরেই বলবে, আল্লাহ্‌। বল, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? বল, তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যাঁর কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? তারা বলবে, আল্লাহ্‌র। বল, তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে যাদু করা হচ্ছে?"[১]

তিনি আরও বলেন:

وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٦١ ٱللَّهُ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٦٢ وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ مِنۢ بَعۡدِ مَوۡتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ٦٣

"যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ্‌। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা

[১] . সূরা আল মুমিনুন: ৮৪-৮৯।

অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না।"[১]

তিনি আরও বলেন:

قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١

"তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কে মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্! তখন তুমি বল তারপরেও তাঁকে ভয় করছ না?"[২]

তাহলে সমস্যা কোথায়?

তারা এ স্বীকৃতি প্রদান করতো যে মহান আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা। কিন্তু তারা তাদের ইবাদাতের কিছু অংশ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য নিবেদন করতো। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ

" আর তারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর উপাসনা করে, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না তাদের কল্যাণ করতে পারে এবং তারা বলে, এরা তো আল্লাহ্র কাছে আমাদের সুপারিশকারী।"[৩]

---

[১]. সূরা আল-আনকাবুত: ৬১-৬৩।
[২]. সূরা-ইউনুস: ৩১।
[৩]. সূরা-ইউনুস: ১৮।

তারা বলত, আল্লাহ তাআলা সুমহান আর আমরা পাপী। তাই আমাদের ও আল্লাহর মাঝে একটি মাধ্যম অবশ্যই প্রয়োজন। এ কারণে তারা আল্লাহ ও তাদের মাঝে মাধ্যমে গ্রহণ করেছিল যার উদ্দেশ্যে তারা দুআ, সাহায্য প্রার্থনা, কুরবানী ও মানত নিবেদন করত।

আপনার যদি সুযোগ হয় তবে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করুন, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, এই মূর্তিগুলো তোমাদের প্রভু? নাকি এগুলো তোমাদের ও আল্লাহর মাঝে মাধ্যম? এগুলোতো মূলত: এমন প্রভু যা বিশ্ব প্রভুর অধিন্যস্ত।

তারা অবশ্যই তাদের উত্তরে বলবে এগুলো বিশ্ব প্রভুর অধিন্যস্ত, কিন্তু আমরা তাদের উদ্দেশ্যে দুআ, সাহায্য প্রার্থনা, জবেহ ও মানতসমূহ নিবেদন করি এ কারণে যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।

আল্লাহ তাআলা তাদের উক্তি বর্ণনা করে বলেন:

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ

"জেনে রাখ, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাত আল্লাহ্রই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদাত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়।"[১]

ইব্ন আবু হাদীদ মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে তার 'শরহ নাহজুল বালাগাত' গ্রন্থে বলেন, তারা মূর্তি পূজার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের ধারনা পোষণ করত। কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাদের অংশিদারিত্ব স্থাপন করত এবং তাদের ক্ষেত্রে 'শরীক' শব্দটি ব্যবহার করত। এই অর্থে তারা তালবিয়্যাতে বলত: "আমি উপস্থিত হে আল্লাহ আমি উপস্থিত! আমি উপস্থিত তোমার কোন শরীক নেই। শুধুমাত্র একজন শরীক ব্যতীত যে তোমার জন্য, তুমি তার মালিক আর সে কোন কিছুর মালিক নয়। তাদের কেউ কেউ এই শরীক শব্দ ব্যবহার না করে তাদেরকে (মূর্তি) মহা পবিত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিকটতম হওয়ার অসীলা ও মাধ্যম বানিয়েছিল। আর

[১]. সূরা আয-যুমার: ৩।

তারাই বলত, "আমরা তাদের ইবাদাত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়" । মহান আল্লাহ তার কিতাব পবিত্র আল-কুরআনে মুশরিকদের জীবনচারণের প্রচণ্ড বৈপরীত্য বর্ণনা করেছেন । যখন তাদের উপর কোন বিপদ-আপদ পতিত হয় তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন সেই প্রকৃতির মাধ্যমে তারা এককভাবে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে । একনিষ্ঠভাবে তাঁর কাছে দুআ ও সাহায্য প্রার্থনা করে । এমনকি যখন তাদের উপর থেকে বিপদ চলে যায় তখন তারা আবার শিরকের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে অথচ তারা জানে একমাত্র আল্লাহই কল্যাণ ও অকল্যাণের উপর ক্ষমতাবান ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيْهِ

"যখন মানুষকে দু:খ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে ।"[১] এটি হল মানুষের স্বভাবজাত দুআ । অতঃপর তিনি বলেন:

ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا

অতঃপর তিনি যখন তাকে নেয়ামত দান করেন, তখন যে কষ্টের কারণে সে ইতিপূর্বে তাঁকে ডেকেছিল সে কথা বিস্মৃত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করে ।"[২]

আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ

"যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন শুধু আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহবান করে থাক তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত হয়ে যাও ।"[৩]

এটি হল মানুষের স্বভাবজাত দুআ । অতঃপর তিনি বলেন:

---

১ . সূরা আয-যুমার: ৮ ।

২ . সূরা আয-যুমার: ৮ ।

৩ . সূরা বনী ইসরাঈল: ৬৭ ।

فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

“অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করে নেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।”[১]

তিনি আরও বলেন:

قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

“বল, বলতো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়, তবে তোমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যকে ডাকবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও। বরং তোমরা তো তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর যে বিপদের জন্যে তাঁকে ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তা দুর করে দেন। যাদেরকে অংশীদার করছ, তখন তাদেরকে ভুলে যাবে।”[২]

তিনি বলেন:

وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٢٢﴾

“তারা জানতে পারল যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহ্‌কে তাঁর ইবাদতে একনিষ্ঠ হয়ে যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোল, তাহলে নি:সন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।”[৩]

আল্লাহ আরও বলেন:

---

[১]. সূরা বনী ইসরাঈল: ৬৭।
[২]. সূরা আল-আনআম: ৪০-৪১।
[৩]. সূরা ইউনুস: ২২।

فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ إِذَا هُمۡ يُشۡرِكُونَ ٦٥

"তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে।"[১]

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوۡجٞ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ فَمِنۡهُم مُّقۡتَصِدٞۚ

"যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরঙ্গ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে।"[২]

قُلۡ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ تَدۡعُونَهُۥ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةٗ لَّئِنۡ أَنجَىٰنَا مِنۡ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ٦٣

"বল, কে তোমাদেরকে স্থল ও জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে ও গোপনে আহবান কর যে, যদি আপনি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে নেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"[৩]

وَإِذَا مَسَّ ٱلۡإِنسَٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوۡ قَاعِدًا أَوۡ قَآئِمٗا فَلَمَّا كَشَفۡنَا عَنۡهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمۡ يَدۡعُنَآ إِلَىٰ ضُرّٖ مَّسَّهُۥ

[১]. সূরা আল-আনকাবুত :৬৫।
[২]. সূরা লোকমান: ৩২।
[৩]. সূরা আল-আনআম: ৬৩।

"আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয় তখন শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায় তখন মনে হয় কখনো কোন কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি।"[১]

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا۟ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

"মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের পালনকর্তাকে আহবান করে তাঁরই অভিমুখী হয়ে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের পালনকর্তার সাথে শিরক করতে থাকে।"[২]

নিঃসন্দেহে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) এর অর্থ শুধুমাত্র লা খালিকা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই) নয়। তাই যদি হত তবে যারা ইসলামকে প্রতিহত করে তারাও এ বিশ্বাস করত।

এ কালিমার একটি পরিধি রয়েছে যা রাসূলগণের পদ্ধতিতে সুপরিচিত ছিল। কিন্তু মানুষ এমনভাবে এর বিকৃতি ও পরিবর্তন পরিবর্ধনে আত্মনিয়োগ করেছে যাতে সে বিকৃত অর্থ তাদের নির্দিষ্ট বস্তুতান্ত্রিক কল্পনা সাথে সামঞ্জস্য হয়। এভাবেই আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মাধ্যম আবিষ্কার করে।

নূহ আলাইহিস্ সালামের ঘটনা এক স্পষ্ট দৃষ্টান্ত যে, কিভাবে একদল আল্লাহর অলী 'ওয়াদ', 'সুঅআ' ইয়াগুস' 'হয়াউক' 'নাসর' প্রভু হয়ে প্রজন্ম পরম্পরায় পুজিত ও আশা আকাংখা পূরণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

ইব্ন বাবুইয়াহ আল-কুম্মী তার "ইলালুশ শারাঈহ" গ্রন্থে ইমাম জাফর সাদিক থেকে বর্ণনা করেন যে,

وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

[১]. সূরা ইউনুস: ১২।
[২]. সূরা আর-রুম: ৩৩।

"তারা বলল, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে।"[১] তিনি আল্লাহর এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন, ঐ সব পূণ্যবান ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত করত। অতঃপর তাঁরা যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাদের গোত্রের লোকজন তাঁদের জন্য অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হয় এবং পরিস্থিতি তাদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে দাড়ায়। এমনই সন্ধিক্ষণে অভিশপ্ত ইবলিস তাদের কাছে এসে বলে, আমি তোমাদের জন্য ঐসব মানুষের চেহারার মূর্তি প্রদান করব। তোমরা ঐগুলোর প্রতি তাকাবে, তাদেরকে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর ইবাদাত করবে। অতঃপর শয়তান তাঁদের আকৃতিতে মূর্তি তৈরি করে। তারা আল্লাহর ইবাদাত করত ও ঐসব মূর্তির প্রতি তাকিয়ে থাকত। এরপর যখন শীত ও বর্ষা মৌসুম চলে আসল তখন মূর্তিগুলো ঘরে ঢুকালো, ততদিন পর্যন্ত তারা আল্লাহর ইবাদাত করত। এরপর যখন তাদের যুগ শেষ হয়ে তাদের সন্তানদের যুগ আসল তখন তারা বলতে লাগল, আমাদের পূর্ব পুরুষরাতো এই মূর্তিরই ইবাদাত করত। আর এভাবেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য ইলাহের ইবাদাতের সূচনা হয়। এটিই মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না"।[২]

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বাক্যটি অনেক সহজ, যা জ্বিহবার উপর থাকা সম্ভব। কিন্তু এর মর্মার্থ বর্তমান সময়ে অনেকে যেভাবে রূপায়ন করে তার চেয়ে অনেক বড়। আর এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেছেন, "জেনে রাখ যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এবং তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর"। অথচ তিনি বলেননি: "তুমি বল আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।" কারণ এ থেকে উদ্দেশ্য আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এ সাক্ষ্য প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে যেসব বিষয় সংশ্লিষ্ট করে তার স্বীকৃতি প্রদান।

অতএব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) অর্থ-"আল্লাহ ছাড়া এ মহাবিশ্বে ইবাদাতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই", "আল্লাহ ছাড়া কোন রিযিকদাতা নেই, আল্লাহ ছাড়া কোন নিয়ন্তা নেই।"

---

[১]. সূরা নূহ: ২৩।

২. ইব্ন বাবুইয়া কিম্মী, ইলালুশ শারাঈহ: ১/৩, বাবু ইল্লাতিল্লাতি মিন আজালিহা উবিদাতিল আসনাম।

আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় পাই না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপর ভরসা করি না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট আশা করি না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করি না..... ।

তাঁর ছাড়া অন্য কারও আশ্রয় নেই না, তাঁর ছাড়া অন্য কারও কাছে মিনতি করি না..... ।

তাঁর ছাড়া অন্য কারও কাছে দুআর জন্য হাত উঠাই না..... ।

তাঁর কাছে ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে হাত উত্তোলন করি না, এমনকি তাঁর নবীগণের উদ্দেশ্যেও না, তাঁর ওলীগণের উদ্দেশ্যেও না ।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন আনুগত্যের জন্য ..... তাঁদের কাছে সাহায্য প্রার্থনার জন্য নয় ।

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ

"বস্তুত: আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী আনুগত্য করা হয় ।"[১]

মহান আল্লাহ তাঁদেরকে প্রেরণ করেছেন যাতে তাঁরা তাঁর দ্বীন পৌঁছানোর মাধ্যম হতে পারেন । মানুষের দুআ বা চাওয়া-পাওয়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে নয় ।

অতএব তাঁরা আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল বা প্রতিনিধি । তাঁরা আল্লাহর নিকট আমাদের প্রতিনিধি নয় ।

আল্লাহ আমাদের থেকে যা প্রত্যাশা করেন তাঁরা আমাদের কাছে সে বিষয়গুলো পৌঁছাবেন । আমরা আল্লাহ থেকে যা চাই তা তিনি আল্লাহর কাছে পৌঁছাবেন না ।

[১] . সূরা নিসা: ৬৪ ।

পদ্ধতি একই তবে নাম ভিন্ন ভিন্ন

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمۡثَالُكُمۡۖ فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٩٤

"আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা সবাই তোমাদের মতই বান্দা। অতএব, তোমরা যাদেরকে ডাক, তাদের উচিৎ তোমাদের সে ডাক কবুল করা যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক?"[১]

এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা (আরব ও অনারব) সকলেই মূর্তিকে তাদের ও আল্লাহর মধ্যকার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করত না। বরং তাদের কেউ কেউ মানুষকেও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করত যেমন খ্রিস্টানরা মারিয়াম আলাইহাস্ সালামকে তাদের ও আল্লাহর মধ্যে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাঁরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করত, তাঁর কাছে সাহায্য চাইত। অথচ তারা মনের গভীরতা, মৌখিক স্বীকৃতি এবং তাদের কিতাবের মাধ্যমে অবগত ছিল যে মারিয়াম আলাইহাস্ সালাম কোন ইলাহ নয় যাকে উপাসনা করা যায়।

ইবাদাতের ধরণগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু নাম ও যেসব ব্যক্তিকে ইবাদাত করা হয় তা ভিন্ন ভিন্ন।

একথার মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য আমরা বলব, যারা আল্লাহ ও নিজেদের মধ্যে কোন মাধ্যম গ্রহণ করে তাদের কেউ কেউ ঐসব মাধ্যমের উপর ভরসা করে, তাদের নিকট সাহায্য চায় অথবা তাদের জন্য মানত করে ও তাদের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করে। যখন আপনি কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাদের এ কাজের বিশ্লেষণ করবেন তখন তাদের কেউ কেউ আপনার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দিবে "তুমি কি নবী অথবা ইমাম অথবা আল্লাহর ওলীকে মূর্তির সাথে তুলনা করছ?"

মুসলিম ব্যক্তির জন্য শোভনীয় নয় যে, সে কোন নবী অথবা মুসলিম ইমামগণের কোন ইমাম অথবা তাদের মধ্যকার সৎকর্ম পরায়ণ ব্যক্তিগণের কোন সৎ ব্যক্তিকে মূর্তির সঙ্গে তুলনা করবে। কেননা এটাই নিশ্চিত যে ঐসব সম্মানিত ব্যক্তি নিজের বা অন্যের ব্যাপারে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও ইবাদাত করায় সম্মত হবেন না। যেমন আল্লাহ বলেন:

---

১. সূরা আল-আরাফ: ১৯৪।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤۡتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحُكۡمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادٗا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُواْ رَبَّٰنِيِّـۧنَ بِمَا كُنتُمۡ تُعَلِّمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمۡ تَدۡرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأۡمُرَكُمۡ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرۡبَابًاۚ أَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡكُفۡرِ بَعۡدَ إِذۡ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿٨٠﴾

"কোন মানুষের জন্য শোভনীয় নয় যে, আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়াত দান করার পর সে বলবে যে, তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও, বরং তারা বলবে, তোমরা আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে। তাছাড়া তোমাদেরকে এ নির্দেশও প্রদান করবে না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে নিজেদের পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদের মুসলমান হবার পর তারা কি তোমাদেরকে কুফরী শেখাবে?"[১]

কিন্তু আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার মাধ্যমের দাবীদার ব্যক্তিদের কাজের মধ্যে সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। মক্কাবাসী মূর্তির কাছে প্রার্থনা করত এর জন্য মানত ও কুরবানী নিবেদন করত এ উদ্দেশ্যে যে তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে। আর তারা নবী ইমাম ও সৎকর্মশীলদের নিকট দুআ করে, সাহায্য প্রার্থনা করে, মানত ইত্যাদি নিবেদন করে এ উদ্দেশ্যে যে তারা তাদেরকে আল্লাহর নিকটতম করবে।

ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে যাদের একজন মারিয়াম আলাইহাস্ সালামের কাছে এ বলে সাহায্য প্রার্থনা করে যে, হে কুমারী! আমার অভাব পূরণ কর। অপর ব্যক্তি ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহার কাছে এই বলে সাহায্য প্রার্থনা করে যে, হে যাহরা! আমার অভাব পূরণ কর?

تَشَٰبَهَتۡ قُلُوبُهُمۡۗ قَدۡ بَيَّنَّا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

"তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয় আমি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি তাদের জন্যে যারা প্রত্যয়শীল।"[২]

---

১. সূরা আল- ইমরান: ৭৯-৮০।

২. সূরা আল-বাকারাহ: ১১৮।

নবী পরিবার তাঁদের অনুরাগীদের শরীআতসম্মত অসীলা শিক্ষা দিতেন

মহান আল্লাহ আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁকে ভয় করার ও তাঁর নিকটতম হওয়ার জন্য মুমিনগণকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُواْ فِي سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣٥

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[১]

আল-তুসী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "এই আয়াতে আল্লাহ মু'মিনদের সম্বোধন করেছেন ও তাঁকে ভয় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এর অর্থ তারা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকবে এবং তা পরিত্যাগ করবে। তাঁর জন্য অসীলা অন্বেষণ করার অর্থ তাঁর কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম আর তা হল নৈকট্য।[২]

তাফসীরে শুববারে রয়েছে: অসীলা অর্থ ঐসব আনুগত্য যার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিদান পাওয়া যায়।[৩] তাঁর তাফসীর "জাওহারুছ ছামান"-এ বলেন: যেসব কাজের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিদান, জান্নাত ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।[৪]

ফখরুদ্দীন আত-তারিহী তাফসীর গরীবুল কুরআনে বলেন: 'তাঁকে পাওয়ার অসীলা অন্বেষণ কর' অর্থ আল্লাহর নৈকট্য। কেননা অসীলা অর্থ নৈকট্য।[৫]

আহলে বাইতের ইমামগণের বর্ণনা মতে, উসিলা অন্বেষণ আমলে সালিহ বা সৎকর্মের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে মাধ্যম গ্রহণের দ্বারা হয় না।

ইমাম আলী ইবন আবু তালিব রাদি আল্লাহু আনহু নাহজুল বালাগাত গ্রন্থে অসীলা গ্রহণ ও দুআর আদব বর্ণনা করে বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতি অসীলা

---

১. সূরা আল-মায়িদা: ৩৫।
২. আত্ তিবয়ান: ৩/৫০৯।
৩. তাফসীর শুববার: ১/১১২।
৪. তাফসীরে জাওহারুছ ছামান: ২/১৭০।
৫. তাফসীর গরীবুল কুরআন পৃষ্ঠা-৪৮৪।

অন্বেষণকারীগণ যে সব বিষয়ের মাধ্যমে অসীলা অন্বেষণ করে তার মধ্যে সর্বোত্তম হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান, আল্লাহর পথে জিহাদ কেননা এটি ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া, ইখলাস বা একনিষ্ঠ বাণী কেননা এটি স্বভাবজাত, নামায প্রতিষ্ঠা করা কেননা এটিই দ্বীন, যাকাত প্রদান করা কেননা তা আবশ্যকীয় ফরয, রমযান মাসের রোযা পালন করা কেননা তা শাস্তি থেকে ঢাল স্বরূপ, আল্লাহর ঘরে হজ্ব ও উমরা পালন কেননা এ দুটি দরিদ্রতাকে দূর করে ও গুনাহ মাফ করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা কেননা তা সম্পদ ও সম্মান বৃদ্ধিকারী, গোপনে সদকা প্রদান কেননা তা ভুল ভ্রান্তিকে মোচন করে, প্রকাশ্যে সদকা প্রদান কেননা তা খারাপ মৃত্যুকে প্রতিহত করে, ভাল কাজ কেননা তা লাঞ্চনার মৃত্যু থেকে বাঁচায়।[১]

ইমাম সাজ্জাদ যিনি তাঁর দুআয় অসীলা ও সাহায্য প্রার্থনার অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁর থেকে আবু হামযা ছামালী বর্ণিত দুআয় তিনি বলেন: "…. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যাঁর কাছে আমি ইচ্ছা মত আমার অভাব পূরণের জন্য দুআ করি। আমার গোপনীয় সব বিষয় কোন সুপারিশকারী (মাধ্যম) ছাড়াই তাঁর সামনে ব্যক্ত করি। অতঃপর তিনি আমার প্রয়োজনগুলো পুরণ করেন….. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যার কাছে আমি প্রার্থনা করি, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও কাছে প্রার্থনা করিনা। যদি তাঁকে ছাড়া অন্য কারও কাছে দুআ করতাম তবে আমার দুআ কবুল হত না….)।[২]

তিনি আরও বলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যাকে ছাড়া অন্য কারও কাছে আমি কোন কিছু আশা করি না। তাকে ছাড়া যদি অন্য কারও কাছে আশা করি, তবে অবশ্যই আমার আশাগুলো নিস্ফল হয়ে যাবে।"

তিনি মুনাজাতুল মুতিঈন-এ বলেন, তুমি ছাড়া তোমার কাছে পৌঁছানোর কোন অসীলা আমাদের নেই।[৩]

তিনি আরও বলেন, তুমি আমাদের কাজের শক্তি প্রদানের জন্য আহূত এবং বিপদাপদে আশ্রয়স্থল।[৪]

---

১. নাহজুল বালাগাত, পৃষ্ঠা-১৬৩, নম্বর-১১০।
২. আস সহীফা আস সাজ্জাদীয়া, পৃষ্ঠা-২১৪।
৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪১১।
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৭।

তিনি আরও বলেন, আমার আশা আকাঙ্খায় তোমার সাথে কেউ শরীক নেই, আমার দুআয় তোমার সাথে কেউ একত্রিত হয় না এবং আমার প্রার্থিত বিষয় তুমি ছাড়া কেউ ব্যবস্থা করতে পারে না।[১]

ইমাম জাফর সাদিক বলেন: বিষন্ন ব্যক্তির ব্যাপারে আমি আশ্চার্যন্বিত হই এই কারণে যে, সে কেন আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর আশ্রয় গ্রহণ করে না:

لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٧﴾

"তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তোমার পবিত্রতা, আমি নিজের উপর জুলমকারীদের অর্ন্তভুক্ত।"[২]

আমি শুনতে পাই এ দুআর পশ্চাতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ

"তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।"[৩]

যে ব্যক্তি কোন কাজ করতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হচ্ছে তার ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হই যে, কেন সে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর আশ্রয় নেয় না:

وَأُفَوِّضُ أَمْرِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

"আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাহকে দৃষ্টিতে রেখেছেন।"[৪]

কেননা আমি শুনেছি এর পশ্চাতে আল্লাহ বলেন:

فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُوا۟

"অতঃপর আল্লাহ্ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন।"[৫,৬]

---

১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৪।
২. সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৭।
৩. সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৮।
৪. সূরা আল-মুমিন: ৪৪।
৫. সূরা আল-মুমিন: ৪৪।
৬. আল-খিসাল, পৃ-২১৮)।

তিনি তাঁর রবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত দুআয় বলতেন, হে (তুমি আমার এমন রব)! যাঁর কাছে আসমানসমূহের কোন আসমান, যমীনসমূহের কোন যমীন, অন্তরের কোন দিক, বাসস্থানের কোন অংশ, পাহাড়ের মূলে কি রয়েছে, সাগরের তলদেশে কি রয়েছে কোন কিছুই তাঁর আড়ালে নয়। হে (তুমি আমার এমন রব)! যাঁর কাছে কণ্ঠগুলো সাদৃশ্য হয় না, মানুষের অধিক প্রয়োজন তাঁকে বিরক্ত করে না, মিনতিকারীর আকুতি তাঁকে ক্লান্ত করে না।[১]

এসব বিষয়গুলোর দৃষ্টান্ত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ক্ষেত্রে হয় না। অতএব যদি সমগ্র সৃষ্টি একত্রে তাঁর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে ও তাঁর সাহায্য চায় তবুও রব্বুল ইবাদের কাছে তাদের আওয়াজ সাদৃশ্যপূর্ণ ও মিশ্রিত হবে না। মানুষের অসংখ্য প্রয়োজন ও অনুনয়কারীর মিনতি তাকে ভারাক্রান্ত করে না। অতএব যারা ইমামদের নিকট দুআ ও সাহায্য প্রার্থনা করে তারা কি তাদের মধ্যে এসব গুণাবলীর অস্তিত্ব খুঁজে পাবে?

ইমাম আলী অথবা ইমাম রেজা কি তাঁদের জীবদ্দশায় (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইরাক, বাহরাইন, লেবানন, ইরান, কুয়েত ইত্যাদি স্থানের) মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের সাহায্য প্রার্থনা শুনতে পেতেন যে তাঁরা তাঁদের মৃত্যুর পরও শুনতে পাবেন?

---

১. কারবুল ইসনাদ, পৃ.-৬, হাদীস নং-১৮)

নবী পরিবার আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন অতএব আপনি কার কাছে সাহায্য চাবেন?

ইব্ন বাবুইয়্যাহ আল কুম্মী সোলায়মান ইব্ন মেহরান থেকে তিনি ইমাম জাফর থেকে, তিনি তার পিতা মুহাম্মদ আল-বাকের থেকে, তিনি তাঁর পিতা আলী ইব্ন হুসাইন থেকে, তিনি তাঁর পিতা হুসাইন ইব্ন আলী থেকে, তিনি তাঁর পিতা আলী ইব্ন আবু তালিব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি এগুলোকে গণনা করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি অনেকগুলো নাম উল্লেখ করলেন যার মধ্যে একটি হল আল-গিয়াসু (সাহায্যকারী)।[১]

শেখ ইব্ন ফাহাদ আল-হুললি আল্লাহর আল-গিয়াস নামের ব্যাখ্যায় বলেন, "এর অর্থ মুগীস (সাহায্যকারী)। অতি মাত্রায় দুঃখ ভারাক্রান্তদের সাহায্য ও অসহায় ফরিয়াদকারীর দুআ কবুল করার কারণে শব্দটিকে ক্রিয়ামূল হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে।[২]

কি আশ্চর্য ব্যাপার! মানুষ কিভাবে তার মত পরমুখাপেক্ষী ও প্রতিপালিত ব্যক্তির কাছে দুআ করে অথচ তার প্রতিপালককে ভুলে থাকে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এটিই কি তার ন্যায়বিচার?

প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তিই অবগত রয়েছেন, ইমাম তার রবের অনুগ্রহের ভিখারী, তাঁর জন্য বিনীত, তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী, প্রয়োজনের সময় তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, দিনে-রাতে সব সময় তাঁকেই কামনা করে। অতএব অন্য বান্দারা কিভাবে সেই ইমামের কাছে দুআ ও সাহায্য প্রার্থনা করে এবং মহাদানশীল সব অভিযোগের মহাশ্রতা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে?

ইমাম জাফর সাদিক প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এক অনুপম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, তাঁর এ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তিনি এই তাগিদ প্রদান করেছেন যে, তিনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য কামনা করেন না। সৃষ্টি অতিশয় দুর্বল,

---

১. কিতাবুত তাওহীদ, পৃ.-১৯৪ ও আল-খিসাল, পৃ.-৫৯৩।
২. ইদাদুদ দাঈ, পৃ.-৩০৭।

প্রতিপালিত ও মহান রবের ক্ষমতার কাছে বিনীত, সে নিজের কোন কল্যাণ বা অকল্যাণের ক্ষমতা রাখে না।

ইব্ন বাবুইয়্যা আল-কুম্মী ইমাম হাসান আসকারী থেকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করে বলেন: তিনিই আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টি অন্যান্যদের থেকে আশাভঙ্গ হয়ে তাদের প্রয়োজন ও অপূর্ণতাগুলো পূরণের জন্য যাঁকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করে। "বিসমিল্লাহ" অর্থাৎ আমি আমার সমস্ত কাজে সাহায্য চাই আল্লাহর কাছে যিনি ছাড়া কেউ ইবাদাতের যোগ্য নেই। তিনিই সাহায্যকারী যখন আমি সাহায্য চাই, তিনিই দুআ কবুলকারী যখন তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়। তিনি সেই আল্লাহ যার সম্পর্কে এক ব্যক্তি জাফর সাদিক আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হে রাসূলের সন্তান! আমাকে নির্দেশনা দিন আল্লাহ কে? অনেক বিতর্কিক এ বিষয়ে তর্ক করে আমাকে কিংকর্তব্যবিমুঢ় করছে। তিনি তাকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি কখনও নৌকায় আরহণ করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইমাম সাদিক বললেন, সে সময় কি তোমার অন্তরে এমন কিছু অনুভূত হয় যে কোন একটা শক্তি আমাকে এখানের সঙ্কট থেকে মুক্তি দিতে পারে, উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ইমাম জাফর সাদিক বললেন, ঐ শক্তিই হলেন আল্লাহ, যিনি যেখানে কোন নিরাপদ আশ্রয়দাতা থাকে না সেখানে আশ্রয় প্রদানে ও যখন কোন সাহায্যকারী থাকে না তখন সাহায্য প্রদানে শক্তিমান।[১]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্যান্য থেকে নিরাশ হয়ে ও তাদের থেকে উপলক্ষ শুন্য হয়ে মাখলুক তাদের প্রয়োজন ও অভাবের সময় যাকে প্রভু হিসেবে মান্য করে। এই দুনিয়ার প্রতিটি নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তি তাই তার ধনাঢ্যতা ও দাপট যত বেশিই হোক, যদি অন্যান্যরা তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার মুখাপেক্ষী হয় তবে, ঐসব মহান ব্যক্তিরা তাদের অভাব পূরণ করতে যেয়ে নিজেরাই এমন অভাবে পতিত হয় যা পূরণ করার শক্তি তাদের নেই। একইভাবে ঐ সব বড় বড় মানুষ নিজেরাই অনেক সময় এমন অভাবের মুখমুখি হয় যা পূরণের ক্ষমতা তাদের নেই। অতএব সে তার প্রয়োজন ও অনটনের সময় আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় অতঃপর যখন তার উদ্বিগ্নতা দূর হয়ে যায় তখন আবার শির্‌কে ফিরে যায়। তুমি কি আল্লাহর এ বাণী শ্রবণ করনি?

---

১. কিতাবুত তাওহীদ: ২৩০।

قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

"বল, বলতো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়, তবে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে ডাকবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও। বরং তোমরা তো তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর যে বিপদের জন্যে তাঁকে ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তা দূর করে দেন। যাদেরকে অংশীদার করছ, তখন তাদেরকে ভুলে যাবে।"[১]

আল্লাহ তাঁর বান্দাকে বলেন, হে আমার করুণার ভিখারীরা! আমি তোমার জন্য প্রতিটি অবস্থায় আমার মুখাপেক্ষী হওয়া ও সর্বক্ষণ আমার দাসত্বের বশ্যতাকে আবশ্যক করে দিয়েছি। অতএব প্রত্যেক কাজ তোমার যার পূর্ণতা আশা কর ও উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে চাও সে ক্ষেত্রে আমার আশ্রয় নাও। আমি যদি তোমাদের দিতে চাই তবে আমি ভিন্ন এমন কেউ নেই যে তোমাদের তা থেকে ফিরায়ে রাখবে। আর আমি যদি না দেই তবে এমন কেউ নেই যে তোমাদেরকে দিতে পারে। যার কাছে চাওয়া যায় আমিই তার সবচেয়ে হকদার, যার কাছে অনুনয়-বিনয় করা যায় আমি তার সবচেয়ে যোগ্য। অতএব ছোট হোক আর বড় হোক প্রত্যেক কাজের শুরুতে বল, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" অর্থাৎ আমি আল্লাহর কাছে এই কাজ সমাধার জন্য সাহায্য চাচ্ছি যিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদাতের যোগ্য নেই। তিনিই সাহায্যকারী যখন তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া হয়, তিনিই দুআ কবুলকারী যখনই তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়।[২]

জাফর সাদিক ও হাসান আসকারী এই দুই ইমামের বক্তব্য ভালভাবে অনুধাবন করুন। তাঁদের শিক্ষাদান ও তাওহীদের ধারণা ঐসব ব্যক্তিদের বিশ্বাস থেকে কত দূরে যারা তাদের প্রয়োজনের সময় অন্তরে মাখলুক বা সৃষ্টিকে ডাকে ও তাদের সাহায্য কামনা করে অথচ সে কোন আশ্রয়দাতা নয়।

---

১. সূরা আল-আনআম: ৪০-৪১।

২. ইব্‌ন বাবুইয়্যা আল-কুম্মী, আত্‌তাওহীদ, পৃষ্ঠা-২৩১।

ইমাম জাফর সাদিক তার কাছে প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে জানিয়েছেন দুঃখ, কষ্ট ও সঙ্কট থেকে মুক্তিদাতা হলেন আল্লাহ। তিনি বলেছেন, সে সময় কি তোমার অন্তরে এমন কিছু অনুভূত হয় যে কোন একটা শক্তি আমাকে এখানের সঙ্কট থেকে মুক্তি দিতে পারে, উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ইমাম জাফর সাদিক বললেন, ঐ শক্তিই হলেন আল্লাহ, যিনি যেখানে কোন নিরাপদ আশ্রয়দাতা থাকে না তখন আশ্রয় প্রদানে ও যখন কোন সাহায্যকারী থাকে না তখন সাহায্য প্রদানে শক্তিমান। তিনি তাকে বলেননি, তোমার উপর কোন বিপদ আসলে তুমি যাহরার কাছে প্রার্থনা কর অথবা আমার কাছে প্রার্থনা কর তবে আমি তোমার প্রয়োজন পূরণ করব।

ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তাঁর এ বাণীটিও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য যে, "সে সময় তোমার অন্তরে কি এমন কিছু অনুভূত হয় যে, কোন এক শক্তি রয়েছে যা এই সঙ্কট থেকে মুক্তি দিতে পারে?" এ থেকে অবগত হওয়া যায় যে, অন্তর যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত না থাকে তবে তা শির্কের আশংকা থেকে নিরাপদ নয়। অতএব যাদের অন্তর মাখলুক বা আল্লাহর সৃষ্টির (চাই নবী, অলী বা ইমাম বা অন্য কোন সৎ কর্মপরায়ণ যেই হোক) সাথে সম্পৃক্ত এবং বিপদ-আপদ ও দুঃসময়ে তাদেরকে স্মরণ করে তবে তাদের অবস্থান ঐ ব্যক্তির তুলনায় কোথায় যিনি একত্ববাদী তাঁর প্রভুকে যথার্থভাবে জানে, যার অন্তর বিপদে তার রবের সাথে ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে না। এ জন্যই তিনি তাঁকেই ডাকেন, তাঁর বশীভূত হয়ে। এই রবের আনুগত্যের অনুভূতি ও তার থেকে বিপদাপদ দূর করার ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা নিয়ে তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে?

বিষয়টির ভয়াবহতার কারণে এ সম্পর্কে আহলে বাইতের অবস্থান ছিল সুস্পষ্ট। যে স্পষ্টতা সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই যা আমরা "আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে দুআ" বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছি।

ইমাম আলী ইব্ন হুসাইন (জয়নুল আবেদীন) তাঁর সবটুকু বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে এই দুআ করেছিলেন, "হে আমার মাওলা! হে আমার মাওলা! তুমিই আমার মাওলা আর আমি তোমার বান্দা। মাওলা ছাড়া অন্য কেউ কি বান্দার উপর রহম করে? আমার মাওলা! হে আমার মাওলা! তুমি মহাপরাক্রমশালী আর আমি অতিশয় দীনহীন। পরাক্রমশালী ছাড়া দীনহীনকে অন্য কেউ কি রহম করে? আমার মাওলা! হে আমার মাওলা! তুমিই স্রষ্টা আর

আমি সৃষ্ট। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কেউ কি সৃষ্টিকে রহম করে? আমার মাওলা! হে আমার মাওলা! তুমি দাতা আর আমি ভিখারী। দাতা ছাড়া ভিখারীকে অন্য কেউ কি রহম করে? আমার মাওলা! হে আমার মাওলা! তুমি সাহায্যকারী আর আমি সাহায্যপ্রার্থী, সাহায্যকারী ছাড়া অন্য কেউ কি সাহায্যপ্রার্থীকে রহম করে?[১]

এই দুআর মাধ্যমে গোটা মানবতার উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহই সাহায্যকারী এবং ইমাম নিজের কোন কিছুর ক্ষমতা রাখেন না। বরং তিনি আল্লাহর রহমত, ক্ষমা, দান ও মাগফিরাতের প্রত্যাশায় তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন।

এইতো ইমাম বাকের যিনি তাঁর দাদী ফাতিমাতুয যাহরা রাদি আল্লাহু আনহা সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহা তাঁর পিতার ইন্তিকালের ষাট দিন পর অসুস্থ হন। তাঁর রোগ যখন কঠিন আকার ধারণ করে তখন তিনি তাঁর দোয়ায় এভাবে মিনতি করতেন, "হে চীরঞ্জীব! হে চীরস্থায়ী! আমি তোমার রহমতের মাধ্যমে সাহায্য চাই, অতএব আমাকে সাহায্য কর। হে আল্লাহ! আমাকে দোযখ থেকে দূরে রাখ, আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও ও আমাকে আমার পিতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত কর।[২]

লক্ষ্য করুন, ফাতিমাতুয যাহরা রাদি আল্লাহু আনহা যিনি বিশ্ব নারীকূল শিরমনি তিনি কার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন?

তাঁর পিতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা এবং তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে কামনা সত্ত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেননি এবং তাঁর ও তাঁর পিতার রব মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন।

ইমাম জাফর সাদিক তাঁর রবের প্রতি মুখাপেক্ষিতার ঘোষণা দিয়ে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা ও তাঁর কাছে দুআ কবুলের আশা করে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার কথা শ্রবণ করছ, আমার অবস্থান দেখছ, আমার গোপন ও প্রকাশ্য সব

---

[১]. সহীফাহ সাজ্জাদিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-৩৮৬।

[২]. মজলিসী: বাহহারুল আনওয়ার ৪৩/২১৭।

বিষয় অবগত রয়েছে, আমার বিষয়ে কোন কিছু তোমার কাছে গোপন নেই, আমি এক অসহায় পথিক, তোমার আশ্রয় ও সাহায্যপ্রার্থী, ভীতসন্ত্রস্ত ও আতংকিত, এমন পাপী যে তার গুনাহের স্বীকারোক্তি প্রদানকারী, আমি মিসকীনের প্রার্থনার মত তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, লাঞ্ছিত, অপমাণিত পাপীষ্ঠের মিনতির মত মিনতী করছি এবং দৃষ্টিহীন, ভীতু ব্যক্তির দুআর মত দুআ করছি, ঐ ব্যক্তির দুআর মত দুআ করছি, যার গর্দান তোমার জন্য অবনমিত হয়েছে, তোমার জন্য যার চোখের পানি প্রবাহিত হয়েছে, যার ভয় তোমার জন্য অপদস্থ হয়েছে, তোমার জন্য যে অবনমিত হয়েছে। হে আল্লাহ! তোমার কাছে কৃত এই প্রার্থনার পরও আমাকে হতভাগ্য কর না। আমার জন্য তুমি দয়ালু স্নেহশীল হও, হে উত্তম প্রার্থনা কবুলকারী, হে সর্বোত্তম দাতা! সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্য।[১]

তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে সালাতুল হাজাত শিক্ষা দিয়ে বলতেন, যখন রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হবে তখন সূরা মুলক ও সাজদাহ দিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে। অতঃপর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক! চোখগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে, তারকাগুলো অস্ত গিয়েছে অথচ তুমি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, নিদ্রা বা তন্দ্রা তোমাকে স্পর্শ করে না। তিমিরাচ্ছন্ন রজনী, গ্রহ-নক্ষত্র খচিত আকাশ, সমতল ভূমির পৃথিবী, প্রমত্ত সাগর, তামসাচ্ছন্ন আঁধার কোন কিছুই তোমার থেকে লুকাতে পারে না। হে পূণ্যবানদের সহায়তাকারী, সাহায্যপ্রার্থীদের সাহায্যকারী! তোমার অনুগ্রহে আমাকে সাহায্য কর।[২]

ইমাম জাফর সাদিকের দিকে দৃষ্টিপাত করুন তিনি কার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন এবং অন্যদেরকে কার কাছে সাহায্য প্রার্থনার আহ্বান জানিয়েছেন?

তিনি তাঁর সম্মানিত রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকে প্রয়োজনের মুহূর্তে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার আহ্বান জানিয়েছেন। ইমাম তাঁর নিজের কাছে সাহায্য প্রার্থনার আহবান জানাননি।

ইমাম জাফর সাদিক বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবীর সুন্নাত। ইমাম জাফর সাদিক বলেন, তিনটি বিষয় আদম আলাইহিস্

১. মাজলিসী, বাহহারুল আনওয়ার: ৯১/২২৫।
২. তাবরিসী: মাকারীমুল আখলাক, পৃ.-৩৩৭।

সালাম থেকে শুরু করে সমস্ত নবী-রাসূল পরম্পরায় আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁরা যখন সকালে উপনীত হতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন ঈমান চাই যে সম্পর্কে আমার অন্তর সুসংবাদ প্রদান করবে, এমন ইয়াকীন চাই যাতে আমি অবগত হই যে, যা তুমি আমার জন্য নির্ধারণ করেছে তা ছাড়া অন্য কিছু আমার জন্য হবে না, তুমি আমার জন্য যে অংশ রেখেছ তার উপর আমাকে সন্তুষ্ট রাখ, যাতে তুমি যা বিলম্বে প্রদান করছ তা দ্রুত পেতে এবং যা দ্রুত দিচ্ছ তা বিলম্বে পেতে পছন্দ না করি। হে চীরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! তুমি তোমার রহমতের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য কর। আমার সব কাজ সুন্দর করে দাও। কখনও তুমি চোখের পলক পরিমাণ সময়ের জন্য আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিজনের উপর শান্তি বর্ষণ কর।"[১]

নবীগণ আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন, নবী পরিবার আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। অতএব আপনি কার কাছে সাহায্যে প্রার্থনা করবেন?

১. কালিনী: আল-কাফী, ২/৫২৪, কিতাবুদ দুআ, বাবুল কওল ইনদাল ইসবাহ ওয়াল ইমসা।

আল্লাহ্ কোন কারণে ফিরাউনকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন?

ইব্ন বাবুইয়্যাহ আল-কুম্মী ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবুল হাসান আলী ইব্ন মুসা রেজাকে বললাম, কি কারণে আল্লাহ ফেরাউনকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন, অথচ সে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল এবং তাঁর তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদান করেছিল? তিনি উত্তরে বললেন, সে বিপদ দেখে ঈমান এনেছিল যা গ্রহণযোগ্য নয়। আর এটিই আল্লাহর ফয়সালা যা তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্যই নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন:

فَلَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا ۖ

"তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমরা এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদেরকে পরিহার করলাম। অতঃপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল।"[১]

তিনি আরও বলেন:

يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ۗ

"যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি।"[২]

একইভাবে ফিরাউনকে যখন প্লাবনে ধরে ফেলে তখন সে বলে:

ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

[১]. সূরা আল-মুমিন: ৮৪-৮৫।

[২]. সূরা আল-আনআম: ১৫৮।

“এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈল। বস্তুত: আমিও মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত।[১]
তখন তাকে বলা হয়েছিল:

ءَآلۡـَٰٔنَ وَقَدۡ عَصَيۡتَ قَبۡلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ﴿٩١﴾ فَٱلۡيَوۡمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنۡ خَلۡفَكَ ءَايَةٗۚ

“এখন একথা বলছ! অথচ তুমি ইতিপূর্বে নাফরমানী করছিলে এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অতএব আমি আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পার।”[২]
ফিরাউনকে আল্লাহ পানিতে ডুবিয়ে মারার অন্য আরেক কারণ এই যে, যখন প্লাবন তাকে ধরে ফেলে তখন সে মুসা আলাইহিস্ সালামের কাছে সাহায্য কামনা করে, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেনি। সে মুহূর্তে আল্লাহ মুসা আলাইহিস্ সালামের প্রতি অহী অবতীর্ণ করেন যে, হে মুসা! তুমি ফিরাউনকে সাহায্য করতে পার না। কেননা তুমি তাকে সৃষ্টি করনি। সে যদি আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করত আমি তাকে সাহায্য করতাম।[৩]
ইমাম বেযার এ বক্তব্য ভালভাবে অনুধাবন করুন। তিনি দ্বিতীয় একটি কারণ বর্ণনা করেছেন যে জন্য আল্লাহ ফিরাউনকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন এবং তার তওবা কবুল করেননি।
ফিরাউনের উপর যখন প্লাবনে উপনীত হয় তখন সে মুসা আলাইহিস্ সালামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেনি। সে সাহায্য প্রার্থনা করেছে একজন নবীর কাছে যিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাসূলগণের একজন। সে কোন মূর্তির কাছে সাহায্য চায়নি তারপরেও আল্লাহ তা মঞ্জুর করেননি বরং তাঁর নবী মুসা আলাইহিস্ সালামের কাছে এ মর্মে অহী প্রেরণ করেন যে, তুমি ফিরাউনকে সাহায্য করতে পার না। কেননা তুমি তাকে সৃষ্টি করনি। সে যদি আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করত আমি তাকে সাহায্য করতাম।
এই মহৎ বর্ণনার বিপরীতে যারা নবী, ইমাম বা নেককারদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন তাদের অবস্থান কোথায়?

---

১. সূরা ইউনূস: ৯০।
২. সূরা ইউনূস: ৯১-৯২।
৩. ইলালুশ শারাঈহ: ১/৫৯।

ফাতিমাতুয্‌যাহরা ও ইমামদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবেন নাকি তাঁদের স্রষ্টার কাছে?

মুসলমানরা বদর যুদ্ধে যখন সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়েছিল তখন তারা যে দুআ করেছিল তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

"যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দান করলেন যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব ধারাবহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে।"[১] অথচ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, একইভাবে আলী রাদি আল্লাহু আনহুও ছিলেন, তাছাড়া ফাতিমা রাদি আল্লাহু আনহা মদীনায় ছিলেন। তাঁদের সকলে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের প্রার্থনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন একমাত্র আল্লাহকে। কেননা আল্লাহ ছাড়া কেউ কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা রাখে না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো একজন সৃষ্ট মানুষ যিনি নিজের ভাগ্যের ভাল-মন্দ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখেন না। অতএব তিনি কিভাবে অন্যের ভাল-মন্দ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখবেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে মুসলমান ও কাফির তথা গোটা মানবতার উদ্দেশ্যে এ ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন:

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

"বল, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।"[২]

---

[১]. সূরা আল-আনফাল: ৯।

[২]. সূরা আল-কাহাফ: ১১০।

তিনি আরও বলেন:

قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ٢١ قُلۡ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٞ وَلَنۡ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلۡتَحَدًا ٢٢

"বল, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। বল, আল্লাহ্ তাআলার থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না।"[১]

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াত দানকারী একজন মানুষ। গোটা মানবতার মধ্য থেকে নবুওয়াত প্রদানের জন্য তাঁকে বাছাই ও নির্বাচন এবং তাঁর চরিত্র, তাঁর আচরণ, তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্ব যা তাঁর মানবীয় পূর্ণতার দৃষ্টান্ত প্রদান করে এ উভয় বিষয়ই তার সম্মান ও মহত্বের দৃশ্যমান কারণ। এই মহাসম্মান সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজের বা অন্যের কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা রাখেন না ততটুকু ব্যতীত যা সাধারণত: মানুষ পারে (এটি কুরআনের বর্ণনার ভিত্তিতে)। অতএব কিভাবে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা সম্ভব আল্লাহর কাছে যাদের মর্যাদা তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) চেয়ে অনেক কম? ইমাম আলী বা পূণ্যবানদের মধ্যে এমন কে আছে যিনি মর্যাদা ও জ্ঞানের দিক দিয়ে তাঁর চেয়ে উত্তম?

এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টান্ত। এখন অন্য এক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর, তাঁর সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ إِلَّا قَوۡلَ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسۡتَغۡفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمۡلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٖۖ رَّبَّنَا عَلَيۡكَ تَوَكَّلۡنَا وَإِلَيۡكَ أَنَبۡنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ

[১]. সূরা আল-জিন: ২১-২২।

"তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের থেকে মুক্ত। তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহীমের পিতার উদ্দেশ্যে তাঁর উক্তি ছিল ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেন, আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।"[১]

এই তো মহান নবী ঈসা আলাইহিস্ সালাম যাঁর হাতে আল্লাহর হুকুমে নতুন সৃষ্টি, তাঁর হুকুমে মৃতকে জীবিত করাসহ অনেক বড় বড় মুজেযা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঐ সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন যখন খ্রিস্টানরা এ ধারণা পোষণ করেছিল যে, তিনি কিয়ামত দিবসের হিসাব-নিকাশের মালিক এবং এ ব্যাপারে তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি আল্লাহর পুত্র সাথে সাথে তারা এ স্বীকৃতিও প্রদান করত যে, আল্লাহ হলেন পিতা। তবে তিনি রক্ত-মাংসের পুত্রের চেয়ে ক্ষমতাবান। আর এসব কিছুই তাদের বিশ্বাসের অংশ। বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তাদের এ ধারণার কি জবাব দিয়েছেন:

مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْأَيَٰتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

"মরিয়ম তনয় মসীহ রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন আর তাঁর জননী একজন সত্যবাদিনী। তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্যে কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখুন, তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে।"[২]

---

[১]. সূরা আল-মুমতাহিনা: ৪।

[২]. সূরা আল-মায়িদা: ৭৫।

মহান আল্লাহ বর্ণনা করেন, ঈসা মসীহ্ আলাইহিস্ সালাম একজন মানুষ, যিনি খাবার খান এবং খাবারের প্রতি মুখাপেক্ষী, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতি তিনি মুখাপেক্ষী হন। যখন তাঁকে পরীক্ষা করা হয় তখন তিনি বিভিন্ন ধরণের প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হন। অতএব কিভাবে তোমরা এমন কারও উদ্দেশ্যে তোমাদের দুআ, সাহায্য প্রার্থনা, মানত, কুরবানী, জবেহ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ইবাদাত নিবেদন করছ। যিনি নিজের কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা রাখেন না? অথচ তোমাদের প্রকৃত ইলাহ সর্বস্রষ্টা মহাজ্ঞানী যিনি তোমাদের গোপন কথা ও একান্ত বিষয় শ্রবণ করেন এবং তোমাদের অন্তরে যা গোপন কর তা জানেন তাঁকে উপেক্ষা করছ? এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেন:

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

"নিশ্চয় তারা কাফের যারা বলে, মসীহ ইব্ন মরিয়মই আল্লাহ্। আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই হয়, তবে বল যদি আল্লাহ্ মসীহ ইবনে মরিয়ম, তাঁর জননী এবং ভূমণ্ডলে যারা আছে, তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কারও সাধ্য আছে কি যে আল্লাহ্র কাছ থেকে তাদেরকে বিন্দুমাত্রও বাঁচাতে পারে? নভোমণ্ডল, ভুমণ্ডল ও এদুয়ের মধ্যে যা আছে, সবকিছুর উপর আল্লাহ্ তাআলার আধিপত্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান।"[১]

আয়াতটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, ঈসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর মাতার মহান মর্যাদা ও উচ্চ অবস্থান সত্ত্বেও যদি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করতেন তবে তা কেউ রক্ষা করতে বা তাঁর সিদ্ধান্ত প্রতিহত করতে পারত না। ঈসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর মা নিজেদের কষ্ট লাঘবের ক্ষমতা রাখতেন না। অতএব কিভাবে তাঁদের উদ্দেশ্যে দুআ ও ইবাদাত নিবেদিত হতে পারে?

[১]. সূরা আল-মায়িদা: ১৭।

নবী, ইমাম, সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ নিজেদের কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা রাখেন না। অতএব যে ব্যক্তি তাদের কাছে এমন দুআ বা সাহায্য কামনা করল যা কবুল করার কোন ক্ষমতা মানুষের নেই অথবা তাঁদের উদ্দেশ্যে মানত করল ও কুরবানী প্রদান করল অথবা পশু যবেহ করল সে আল্লাহর সাথে শরীক করল।

এ প্রসংগে আমরা এক অনুপম কুরআনী দৃষ্টান্ত পাই। আল্লাহ বলেন:

فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ

"জেনে রাখ, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তোমার ত্রুটির জন্যে।"[১] আল্লাহ বলেননি, "বল আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই" কেননা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু" বাক্যটি মুখে উচ্চারণের ক্ষেত্রে খুবই সহজ। কিন্তু বাক্যটির অর্থ অনুধাবন, এর অর্থ ও শিক্ষা পৃথিবীতে রূপদান ও প্রতিষ্ঠা করাই মূল দাবী।

মক্কার কাফিরদের জন্য অতি সহজ ছিল যে, তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যটি মুখে উচ্চারণ করবে, কিন্তু তারা ঠিকই অনুভব করেছিল যে, এই বাক্যের শাব্দিকতার চেয়ে দাবি অনেক বেশি। তাছাড়া তারা এ বিশ্বাস স্থাপন করত যে, আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾

"যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্, অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?"[২]

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ

"যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্।"[৩] কিন্তু তারা আল্লাহকে তাদের দেশের রাজা-বাদশাদের সাথে তুলনা করত। যাদের কাছে তাঁদের নিকটতম কোন ব্যক্তির মধ্যস্ততা ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারত না।

---

১. সূরা মুহাম্মাদ: ১৯।
২. সূরা আয-যুখরুফ: ৮৭।
৩. সূরা আয-যুমার: ৩৮।

তাঁরা বলত, আল্লাহর কাছে আমরা অমুক অমুক বিষয় প্রার্থনা করব তাঁর তুলনায় তিনি মহান ও মহাসম্মানিত। আল্লাহ মহান ও আমরা গুনাহগার। অতএব কিভাবে আমরা সরাসরি তাঁর কাছে প্রার্থনা করব? এক্ষেত্রে অবশ্যই একজন মাধ্যম আবশ্যক যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। আল্লাহ তাআলা তাদের এ দাবির উল্লেখ করে বলেন:

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ

"যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তাদের ইবাদাত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়।"[১]

অর্থাৎ আমরা তাদের উদ্দেশ্যে ইবাদাত (দুআ, মানত, কুরবানী, যবেহ) করি শুধুমাত্র এ কারেণে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটতম করবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে নয় যে, তারা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদেরকে রিযিক প্রদান করেন, বিপদ-আপদে সাহায্য করেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কি তাদের এই ঈমান কবুল করবেন? এক ইলাহের ব্যাপারে তাদের এই স্বীকৃতি কি কোন উপকারে আসবে? যেহেতু তারা তাদের দুআ ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করত?

আল্লাহ তাদের ও যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের ব্যাপারে বলেন:

وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ ١٠٦

"তাদের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁর শরীক স্থাপন করে।"[২] এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। তিনি যখন এই শিরক উৎখাত করতে চেয়েছেন তখন তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জাহান্নামের অধিবাসী হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে তাদের এ স্বীকৃতি তাদের কোন উপকারে আসবে না। যেহেতু তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করেছে।

---

১. সূরা আয-যুমার: ৩।
২. সূরা ইউসুফ: ১০৬।

মানুষের মধ্যে অমুক অমুক সাধারণ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাঁর রাসূলের পরিবারের চেয়ে সম্মানিত হতে পারে না। যাকে শিরক চর্চা বা এর প্রতি বিশ্বাস অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও শিরক থেকে মুক্ত হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তাকে পৃথকভাবে মূল্যায়ন করা হবে। দ্বীন ইসলামের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা ছিলেন এতদ্বসত্ত্বেও সে আল্লাহর সাথে শিরক করেছিল বিধায় ঐ আত্মীয়তা কোন উপকারে আসেনি।

বর্তমান সময়ের মানুষ আল্লাহর কাছে নূহ আলাইহিস্ সালামের গোত্রের চেয়ে সম্মানিত নয়। তারা সম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও যখন আল্লাহর সাথে শিরক করল তখনই আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেন এবং শুধুমাত্র ঈমানদারদের রক্ষা করেন যদিও তাদের সংখ্যা ছিল অতি অল্প। যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে প্রার্থনা করে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চায়, তারা নামে মুসলমান হলেও এবং তাদের সংখ্যা অনেক হলেও তাদের এসব কাজ সত্যের বিপরীতে কোন উপকারে আসবে না এবং তাদের ঐসব শিরক তাওহীদে পরিণত হবে না। পবিত্র কুরআনে অনেক স্থানে ঐসব অধিকাংশ বা সংখ্যাধিক্যের নিন্দা করা হয়েছে যখন তারা গোমরাহীকে বেছে নিয়েছে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَشۡكُرُونَ ٧٣

"আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অধিক অনুগ্রহকারী, কিন্তু তাদের অনেকেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।"[১]

وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ

"কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।"[২]

لَقَدۡ جِئۡنَٰكُم بِٱلۡحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَكُمۡ لِلۡحَقِّ كَٰرِهُونَ ٧٨

১. সূরা ইউনূস: ৬০।

২. সূরা আশ্শুআরা: ৮, ৬৮, ১০৩, ১২১, ১৩৯, ১৫৮, ১৭৪ ও ১৯০।

“আমি তোমাদের কাছে সত্যধর্ম পৌঁছেছি; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যে নিস্পৃহ!”[১]

وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ ١٠٦

“তাদের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁর শরীক স্থাপন করে।”[২]

এ ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত রয়েছে।

কোন ব্যক্তির ইসলামের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করা মূলত: তার জন্য সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার। কিন্তু সে যখন আল্লাহর সাথে শিরক করে, তাঁর সাথে অন্যান্য অংশীদার গ্রহণ করে এবং সুখে বা দুঃখে তাদেরকে ডাকে তখন আল্লাহ ঐ ব্যক্তি, তার ইবাদাত ও তার কথিত ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যান।

মহান আল্লাহ বলেন:

إِن تَكۡفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمۡۖ

“যদি তোমরা কুফ্‌রী কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী।”[৩]

তিনি আরও বলেন:

إِن تَكۡفُرُوٓاْ أَنتُمۡ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ٨

“তোমরা এবং পৃথিবীর সবাই যদি কুফরী কর, তথাপি আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, যাবতীয় গুণের আধার।”[৪]

কারও জন্য শোভনীয় নয় যে, সে মূল বাক্য গ্রহণ করবে অথচ তার অর্থকে পরিত্যাগ করবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বাক্যটির মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করবে অথচ এই সাক্ষ্যকে তার প্রতিটি পদক্ষেপে অস্বীকার করবে। দিন-রাত আল্লাহর সাথে শরীক করবে এবং কল্পনা করবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মৌখিক সাক্ষ্যই দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দেবে।

আমি একবার “আকসীরুদ দাওয়াত” নামে একটি পুস্তক অধ্যয়ন করি। গ্রন্থটি একটি দুআর বই যা সাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচলিত। এই গ্রন্থের ফাতিমা

---

১. সূরা আয-যুখরুফ: ৭৮।
২. সূরা ইউসুফ: ১০৬।
৩. সূরা আয-যুমার: ৭।
৪. সূরা-ইবরাহীম: ৮।

আলাইহাস্ সালামের কাছে প্রার্থনা শীর্ষক একটি অনুচ্ছেদ আমার অনুভূতিতে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। লেখক এখানে বলেছেন, "নিরাপদ নগরীতে যাওয়ার পর আপনি দুই রাকাত নামায আদায় করবেন। সালাম ফিরিয়ে তিনবার আল্লাহু আকবার বলবেন, এরপর তাসবীহে যাহারা আদায়ের পর সিজদায় যেয়ে ১০০ বার বলবেন, হে আমার মনিব ফাতিমা! আমাকে সাহায্য করুন। অতঃপর আপনার ডান গাল মাটিতে ঠেকিয়ে অনুরূপ বলবেন। পূনরায় আবর সিজদায় ফিরে যেয়ে অনুরূপ বলুন। অতঃপর আপনার বাম গণ্ড মাটিতে ঠেকিয়ে অনুরূপ বলুন, সর্বশেষ সিজদায় ফিরে যেয়ে একশত দশবার অনুরূপ বলে আপনার প্রয়োজনের কথা বলুন। আল্লাহর ইচ্ছায় তা কবুল হবে।[১]

যে কঠিন অবস্থার মধ্যে আমরা অতিবাহিত করছি সে সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়েই আল্লাহর বাণী উল্লেখ করছি:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ ۝٥ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ ۝٦

"তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে যে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে, যে কেয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? তারা তো তাদের পুজা সম্পর্কেও বেখবর। যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে।"[২]

যে ব্যক্তি মাখলুক বা সৃষ্টি যা নিজের জীবন, মৃত্যু বা রিযকের ক্ষমতা রাখে না এমনকি এসব বিষয় অন্যকে প্রদানের ক্ষমতাও রাখে না তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং যে ব্যক্তি ঐ সত্ত্বার কাছে সাহায্য চায় যিনি অসহায় ব্যক্তি যখনই তার কাছে প্রার্থনা করে তিনি তা কবুল করেন ও তার দুর্দশা দূর করেন, তারা উভয়ে সমান হতে পারে না; বরং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

---

১. আকসীরুদ দাওয়াত, পৃ. ৪১০।

২. সূরা আল-আহকাফ: ৫-৬।

আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?

মহা সম্মানিত আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এক সত্তা সুখে-দুঃখে সৃষ্টিজগত তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে... এ এমন এক বাস্তবতা যাকে আল্লাহ মানুষের স্বভাবজাত করেছেন... আর যে কোন মুসলিম, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি এর উপর ঈমান আনয়ন করে ।

আল-কালিনী তাঁর 'আল-কাফী' গ্রন্থে দাউদ ইব্ন কাসিম জাফরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবু জাফর দ্বিতীয়কে বললাম, আমি নিজেকে আপনার জন্য উৎসর্গ করি, অনুগ্রহপূর্বক বলুন সামাদ কি? তিনি বললেন, তিনি এমন এক কর্তা সম্পদের আধিক্য ও স্বল্পতা সকল অবস্থায় সবাই যাঁর মুখাপেক্ষী ।[১] তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী অর্থাৎ তিনিই তার অভিষ্ট লক্ষ্য ।

এ বিষয়ের বিশ্লেষণ করে কালিনী বলেন, মহান আল্লাহ এমন এক অমুখাপেক্ষী সত্তা জিন, মানুষসহ সমগ্র সৃষ্টি তাদের প্রয়োজনে যাঁর মুখাপেক্ষী হয়, তাদের দুঃসময়ে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাঁর থেকে দুঃখ কষ্ট লাঘব করে সাচ্ছন্দ্য ও নিয়ামতের স্থায়িত্ব কামনা করে ।[২]

ইমাম জাফর সাদিক থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন ভয় পাও তখন বল, "হে আল্লাহ! তোমার থেকে কেউ যথেষ্ট নয় অথচ তুমি তোমার সৃষ্টির সকলের জন্য যথেষ্ট । অতএব আমার এই কাজে তুমিই যথেষ্ট হও ।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "হে সব কিছূ থেকে মুখাপেক্ষী তোমার থেকে কিছুই যথেষ্ট নয় ।[৩]

অতএব, তাদের অবস্থান কোথায় যারা প্রতিধ্বনি তুলে, হে মুহম্মদ! হে আলী! হে আলী! হে মুহাম্মদ! তোমরা আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও, কেননা তোমরা দুজন আমার জন্য যথেষ্ট । হে মুহাম্মদ! হে আলী! হে আলী! হে মুহাম্মদ! আমাকে সাহায্য কর, কেননা তোমরা দুজন আমার সাহায্যকারী । হে মুহাম্মদ! হে আলী!

---

১ . আল-কাফী ১/১২৩; কিতাবুত তাওহীদ, বাবু তাবীলু আস-সামাদ, হাদীস নম্বর-১ ।

২ . আল-কাফী, ১/১২৪ ।

৩ . আল-কাফী, ২/৪০৪ ।

হে আলী! হে মুহাম্মদ! তোমরা আমাকে হেফাজত কর কারণ তোমরা দুজন আমার হেফাজতকারী। হে আমার দুই মাওলা! হে সময়ের অধিকারী! সাহয্য সাহায্য! আমাকে ধরা দাও, নিরাপত্তা! নিরাপত্তা!!।[১]

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন:

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۖ

"আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?"[২]

তাদের জন্য এটি কি যথেষ্ট নয় যে, তাদের প্রভু ও যাদের কাছে তারা সাহায্য প্রার্থনা করছে, যাদের থেকে সাহায্য, দৃঢ়তা, হিফাজত ও নিরাপত্তা কামনা করছে তাদের জন্য আশ্রয়স্থল হবেন? বিশ্ব প্রতিপালক কি তাদের জন্য যথেষ্ট নন যে, তারা তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করবে?

মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

"যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ্। বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে

১. বিস্তারিত দেখুন, ওয়াসাইলুশ্ শিয়া, ৮/১৮৫।
২. সূরা আয্যুমার: ৩৬।

রহমত রোধ করতে পারবে? বল, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে।"[১]

মুসলিম ব্যক্তি তার প্রয়োজন পূরণ ও কষ্ট দূর করার জন্য একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দুআ ও প্রার্থনা করে। তিনি ছাড়া অন্য কারও কাছে নয়। কেননা সে জানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ক্ষমতা নেই। সে বিষয়ে অন্যের সাহায্য ও সহায়তা চাওয়ার অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করা।

আমি এমন অনেক মিথ্যা বর্ণনা দেখেছি যাতে দুঃখজনক বাস্তবতা বিধৃত হয়েছে। এমন সব মানুষের মুখাপেক্ষী হওয়া সংক্রান্ত দুঃখজনক ঘটনা, আল্লাহ যদি তাদের অকল্যাণ করতে চান তবে তাদের ও অন্যদের কল্যাণ করার ক্ষমতা যাদের নেই এবং যারা নিজেদের জীবন ও মৃত্যুর উপর কোন ক্ষমতা রাখে না। ঐসব বর্ণনার আলোকে প্রত্যেক ইমামের জন্য কল্যাণ ও অকল্যাণের ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "আলী ইব্ন হুসাইন হলেন রাজা-বাদশাদের খারাপী ও শয়তানের ফুঁক থেকে মুক্তির জন্য, মুহাম্মদ ইব্ন আলী ও জাফর ইব্ন মুহাম্মদ পরকাল এবং আল্লাহর আনুগত্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, মুসা ইব্ন জাফরের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়, আলী ইব্ন মুসার মাধ্যমে জলে স্থলে নিরাপত্তা কামনা করা, মুহাম্মদ ইব্ন আলীর মাধ্যমে আল্লাহর রিযিক অবতীর্ণের প্রার্থনা কর, আলী ইব্ন মুহাম্মদ নফল ইবাদাত, অন্য ভাইয়ের সঙ্গে সৎ ব্যবহার ও আল্লাহর আনুগত্য কামনা সংক্রান্ত বিষয়, হাসান ইব্ন আলী পরকাল সংক্রান্ত বিষয়, আর যবেহ করার সময় 'সাহিবুয যামান' এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে, কেননা তিনি সাহায্য করবেন।[২] বাহহারুল আনওয়ার গ্রন্থকার আল-মাজলিসী এ বর্ণনার সাথে মূল বর্ণনার ব্যাখ্যা স্বরূপ পূর্বোক্ত নিয়মে ইমামগণের কাছে সাহায্য প্রার্থনা সংশ্লিষ্ট দুআও সংযুক্ত করেছেন।[৩]

আর এভাবেই বিভিন্ন প্রকার দুআর প্রচলন ঘটে এবং ইমামগণ সাহায্য প্রার্থনা ও আশা-আকাংখা পূরণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। অতএব তাঁদের কবর

---

১. সূরা আয্যুমার: ৩৮।

২. বাহহারুল আনওয়ার, ৯৪/৩৩।

৩. পূর্বোক্ত।

যিয়ারতকারীরা তাঁদেরকে বিভিন্ন উপাধীতে সম্বোধন করে। যেমন- আরকানুল বিলাদ, কাদাতুল আহকাম, আবওয়াবুল ঈমান.... মানাঈল আতা' .... আপনাদের মাধ্যমেই এটি অবধারিতভাবে বাস্তবায়ন হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু নেই আপনারা যার উপলক্ষ বা তাঁর কাছে পৌঁছানোর রাস্তা নন.... আপনারা বা আপনাদের নীতিমালা ছাড়া নাজাত বা আশ্রয়স্থল নেই.... হে দৃষ্টিদানকারী আল্লাহর চক্ষুসমূহ....।[১]

তাদের কেউ কেউ নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য অথবা যেসব কষ্টকর বিষয় নিজেরা দূর করতে পারছে না তা দূর করার জন্য ইয়া হোসেন ..... ইয়া আলী.... ইয়া মাহদী.... কখনও বা ইয়া আব্বাস সম্বোধন করে তাঁদের কাছে সাহায্য কামনা করছে।

আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, তাদের কেউ কেউ প্রতিধ্বনি তুলছে হে আলী আমাকে সাহায্য কর! কেউ দুআ করছে হে হোসাইন সাহায্য কর! কেউ বা ইমাম রেজার সমাধিস্থল ইতিকাফ করছে, তাঁর কবরের কাছে যেয়ে কান্নাকাটি করছে, তাঁর কবর স্পর্শ ও চুম্বন করেছে অথবা কবরের অধিবাসীকে সম্বোধন করছে ও তাঁর জন্য মানত করছে। কেউ কেউ ইমাম কাজিমকে প্রয়োজন পূরণের উৎস হিসেবে বিশ্বাস করছে। এ কারণেই তারা যে সত্তা চিরঞ্জীব যাঁর মৃত্যু নেই তাঁকে বাদ দিয়ে উক্ত মৃত ইমামের মুখাপেক্ষী হয়।

এসব কর্মকাণ্ডের অনুশীলন আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগায় যে, একজন মুসলিম দৈনিক কমপক্ষে ১৭ বার "আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি" উচ্চারণ করা সত্ত্বেও কিভাবে যে তার প্রয়োজন পূরণের জন্য তাঁর মত অন্য মাখলুকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে? অথচ সে শৈশবে যে আয়াত মুখস্ত করে প্রতিনিয়ত অসংখ্যবার আবৃতি করছে তার মর্মার্থের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করে না!

[১]. বাহহারুল আনওয়ার, ৯৪/৩৩।

বর্ণিত রয়েছে যখন কেউ এ বাক্যটির মাধ্যমে প্রার্থনা করবে তার প্রয়োজন পূরণ হবে, "আলীকে ডাক এটি আশ্চর্যজনক যে তাকে তুমি প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্যকারী হিসেবে পাবে। প্রত্যেক দুঃখ-কষ্ট, দুঃশ্চিন্তা-উদ্বেগ তোমার অভিভাবকত্বের মাধ্যমে উড়ে যায় হে আলী! হে আলী!! হে আলী!!!।[১] অতঃপর এর সাথে নিম্নোক্ত বাক্যটি সংযুক্ত করবে, "হে সাহায্যের উৎস! আমাকে সাহায্য কর, হে আলী! আমাকে (অমুক বিষয়) প্রদান কর"। অথচ সে ঐ রবকে ভুলে থাকে যিনি নিজের সম্পর্কে পবিত্র গ্রন্থে বলেছেন:

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

"কে অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পুর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর।"[২]

এক্ষেত্রে আমরা এ প্রশ্ন করতে পারি, যদি ইমামগণ মুখাপেক্ষীদের আশ্রয়স্থল, দুঃখী-দীনহীনদের আকাংখার স্থান, ভীত ও আতঙ্কিতদের জন্য নিরাপত্তা, প্রার্থনাকারীদের দুআ কবুলের স্থান হন এবং তাদের নাম উল্লেখ ছাড়া দুআ কবুল না হয় তবে এই ধারণা ও মক্কার মুশরিকরা তাদের মূর্তির ব্যাপারে যে ধারণা পোষণ করত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী!!!

তবে হ্যাঁ এখানে একটি পার্থক্য রয়েছে। মক্কার মুশরিকারা বিপদ মুহূর্তে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর কাছে নিবেদিত প্রাণ হয়ে দুআ করত:

[১]. দ্রষ্টব্য: মির্জা নূরী, মুসতাদরিকুল অসাঈল, ১৫/৪৮৩।
[২]. সূরা আন-নমল: ৬২।

فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ إِذَا هُمۡ يُشۡرِكُونَ ٦٥

“তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে।”[১]

আর যারা ইমামদের কাছে সাহায্য চায় ও তাঁদের নাম ধরে দুআ করে তারা সুখে ও দুঃখে উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর সাথে শরীক করে।

[১] . সূরা আল-আনকাবুত: ৬৫।

একটু অনুভূতি

আমরা স্পষ্টভাবে এ কথাই বলব, হে মানবমণ্ডলী আমাদের জন্য কি এতটুকু অনুভূতিই যথেষ্ট নয় যে!

আমরা আহলে বাইতের নামে বিভিন্ন কথা বলি অথচ তাঁরা যে তাওহীদের ভিত্তিতে জীবনযাপন করতেন আমরা সেভাবে জীবনযাপন করি না। আমরা বিপদাপদের সময় সৃষ্টির কাছে মাথা নত করি ও তাদের কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁদের মত নিয়ামত ও রিযিক লাভের আশা করি অথচ সর্বোত্তম রিযিকদাতা ও সবধরনের অনুযোগ শ্রবণকারী থেকে মুখ ফিরায়ে রাখি।

আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসার কথা বলি অথচ আমাদের জীবনের কর্মকাণ্ডগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অনুযায়ী পরিচালনা করি না, তাঁরা আমাদেরকে এক আল্লাহর দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দিয়েছেন কোন নবী বা অন্য কারও দিকে নয়।

আমরা মুখে আহলে বাইতের অনুকরণের কথা বলি অথচ এই অনুকরণ দ্বারা কতিপয় মৃত ব্যক্তিকে গালিগালাজ, মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি ও জাহলী যুগের বর্বরতা ছড়ানো ছাড়া অন্য কিছু বুঝি না।

মানুষের অন্তরে তাওহীদের বীজবপন ও মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিদআত ও কুসংস্কার নির্মূলের ক্ষেত্রে আহলে বাইত যে সংগ্রাম-সাধনা করেছেন, সে তুলনায় আমাদের অবস্থান কোথায়?

আমাদের প্রয়োজন একটুখানি ভেবে দেখার যেন আমরা আমাদের বিবেককে ঝালাই করতে পারি এবং নিজেদেরকে যাচাই করতে পারি যাতে আমরা ঐ সব মানুষের অন্তর্ভূক্ত না হই যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:

قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُمۡ بِٱلۡأَخۡسَرِينَ أَعۡمَٰلاً ١٠٣ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا ١٠٤

“ বল, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে।”[১]

আমাদের সর্বশেষ প্রার্থনা এই যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

[১] . সূরা আল কাহাফ : ১০৩-১০৪।

আকর গ্রন্থ

১. ***আল-ইতিকাদ মাআ তাসহীহুল ইতিকাদ,*** ইবন বাবুইয়া আলকুম্মী ও আল মুফীদ, বিশ্লেষণঃ ইমাম আব্দুস সাইয়েদ, দারুল মুফিদ, তৃতীয় প্রকাশ, ১৪১৪ হিঃ।

২. ***বাহহারুল আনওয়ার,*** আল্লামা মুহাম্মদ বাকের আল-মাজলিসী মুআস্সাতুল ওয়াফা, বৈরুত, লেবানন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪০৩ হি / ১৯৮৩ ইং।

৩. ***আত্তিবয়ান ফী তাফসীরুল কুরআন,*** শায়খুত তায়েফা খ্যাত মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আত্তুসী, বিশ্লেষণঃ আহমদ হাবীব কাসির আমলী, মাকতাবুল ই'লাম আল-ইসলামী, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৯ হিঃ ।

৪. ***তাফসীর জামেউল জাওয়ামে,*** ফদল ইব্ন হাসান আত্তুসী, মুআসসাতুন নাশরুল ইসলামী লিজামাআতিল মুদাররিসীন, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৮ হিঃ।

৫. ***আত্ তাওহীদ,*** আস্সাদ্দুক খ্যাত ইবন বাবুইয়া আল-কুম্মী, বিশ্লেষণঃ সাইয়্যেদ হাশিম হুসাইনী তেহরানী, জামিআতুল মুদাররিসীন, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৭ হি।

৬. ***আল-খিসাল,*** আস্সাদ্দুক খ্যাত ইবন বাবুইয়া আল-কুম্মী, বিশ্লেষণঃ আলী আকবর গিফারী, জামাআতুল মুদাররিসীন হাওযাহ।

৭. ***আস্সহীফা আস্ সাজ্জাদিয়া আল কামিলা,*** ইমাম আলী ইব্ন হুসাইন, জামিআতুল মুদাররিসীন, হাওযাহ।

৮. ***আস্সহীফা আস্ সাজ্জাদিয়া,*** তত্ত্বাবধায়কঃ সাইয়েদ মুহাম্মদ বাকের (সাইয়েদ মুরতাজা আবতাহী ইসফাহানীর বংশধর), বিশ্লেষণ-মুআস্সাসাতুল ইমাম মাহদী, প্রথম প্রকাশ ১৪১১ হিঃ।

৯. ***ইলালুস্শারাঈ,*** ইবন বাবুইয়া আল-কুম্মী, আল-মাকতাবাহ আল হায়দারিয়্যাহ, ১৩৮৫ হিঃ /১৯৬৬ ইং।

১০. ***কারবুল ইসনাদ,*** আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ আল-হুমাইরী, মুআসসাসাতু আলে বাইত লিইয়াহইয়াতুত তুরাস, প্রথম প্রকাশ -১৪১৬ হিঃ।

১১. ***আল-কাফী,*** আল-কালিনী, বিশ্লেষণ- আলী আকবর গিফারী, দারুল কুতুবল ইসলামিয়াহ, চতুর্থ প্রকাশ- ১৩৬৫ হিঃ।

১২. ***আল-মাসাইল আস সারউয়িয়্যাহ,*** শায়খুল মুফীদ, শাইখুল মুফিদের হাজার তম অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আর্ন্তজাতিক সম্মেলন।

১৩. ***মুসতাদরিকুল অসাঈল,*** বিশ্লেষণ- মুআস্সসাতু আলে বাইত লি ইয়াহইয়া আত-তুরাস, প্রথম প্রকাশ-১৪০৮ হিঃ।

১৪. ***নাহজুল বালাগাহ,*** ইমাম আলী, বিশ্লেষক- মুহাম্মদ আব্দুহু, দারুল মারিফাহ, বৈরুত।

১৫. ***অসাঈলুশ শীআ,*** আলহুর আল-আমিলী, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ- মুআস্সাসাতু আলে বাইত লিইয়াইয়াউত্ তুরাস, দ্বিতীয় প্রকাশ।

من إصداراتنا
More Others

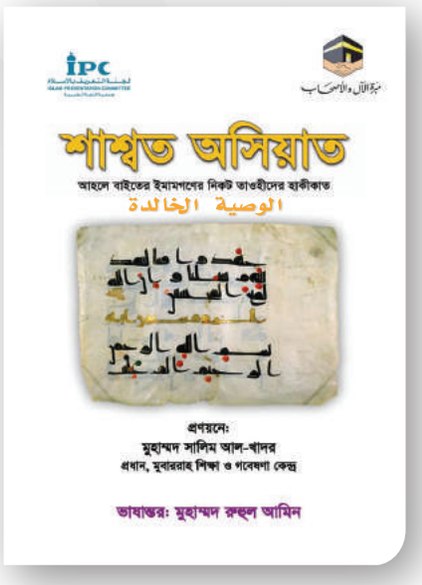

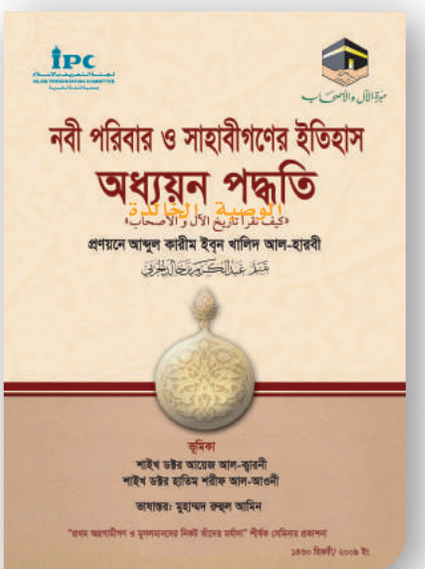

دار التعريف بالإسلام
ISLAM PRESENTATION
ipb@gmail.com - www.ipbshop.com

مكتبة IPB BOOKSHOP

للمساهمة معنا في مشروع طباعة الكتب: 22444117 - 24713897

الإدارة: الفروانية - ق6 - ش3 - بناية رقم 137 - فاكس: 24713873 - ص.ب 1613 الصفاة 13017 - الكويت
المعرض: الكويت - شارع فهد السالم - خلف مسجد الملا صالح - تليفاكس: 22427383